হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 5, Issue No. 10, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, August 2016

গ্রন্থকীট, বৈয়াকরণ বা সাধারণ পণ্ডিত গুরু হইবার যোগ্য নহেন- কিন্তু যিনি বেদের যথার্থ তৎপর্য জানেন, তিনিই গুরু। 'যথা খরশ্চন্দন ভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।'---যেমন চন্দন ভারবাহী গর্দভ চন্দনের ভারই জানে, কিন্তু চন্দনের গুণাবলী অবগত নহে, এই পণ্ডিতেরা সেইরূপ। ইহাদের দ্বারা আমাদের কোন কাজ হইবে না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্কুলের ভিতর ছাত্রদের মধ্যে মারামারি

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে র‍্যাফ নামল মগরাহাটে

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাট থানার অন্তর্গত মুলটি গ্রামে 'মুলটি প্যারী সীমান্ত ইন্সস্টিটিউশনে' দু দল ছাত্রদের মধ্যে মারামারিতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়াল। শেষ পর্যন্ত র‍্যাফ নামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হয় প্রশাসনকে। ঘটনার সূত্রপাত, মুলটি গ্রামে গঙ্গার পাশেই এক হিন্দুর খোলা জমি আছে যা আজ বারুণী মেলাতলার মাঠ নামে পরিচিত। ওখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছেলেরাই বল খেলতে আসত। প্রায়ই গায়ের জোরে মুসলিমরা মাঠ দখল করে রাখত। এই নিয়ে বচসা হয়েছে বহুবার। গত ১৮ই জুলাই সোমবার বল খেলা নিয়ে তুমুল ঝামেলা বাঁধে। হিন্দু-মুসলিম যুবকেরা পরস্পর মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। মার খেয়ে মুসলিম ছেলেরা মাঠ ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু যাওয়ার আগে দেখে নেবে বলে শাসায়।

গত ১৯শে জুলাই মুলটি প্যারী সীমান্ত স্কুলের ক্লাসরুমে বসা নিয়ে দু দল ছাত্রদের মধ্যে বচসা হয়। ছাত্ররা স্পষ্টতই হিন্দু-মুসলমান দুটো ভাগে বিভক্ত ছিল। এরই মধ্যে মুসলিম ছাত্ররা অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করলে বচসা মারামারিতে পরিণত হয়। স্কুলের শিক্ষক কালীপদ ঘোষ উভয়পক্ষকে বোঝাতে গেলে মুসলিম ছেলেরা তাঁকেও গালাগাল দেয় বলে অভিযোগ। মুসলিম স্কুল ছাত্রগুলি হল ইমরান, সাদ্দাম, আলি হোসেন, শাহিদ, নাজিমুল, আলতাব আরো অনেকে। মারামারিতে উভয়পক্ষের কয়েকজন ছাত্র আহত হয়। পরিস্থিতি খারাপের দিকে গেলে স্কুল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছাত্রর আঘাত বেশি হওয়ায় তাদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। এরপরই ২১ তারিখ মুসলিম ছাত্রদের অভিভাবকেরা স্কুল ঘেরাও করে। অভিযোগ স্কুল ছাত্রদের অভিভাবকদের চেয়ে বহিরাগতের সংখ্যা ছিল বেশি। চাঁদপুর, বেড়ে, গাজীপাড়া, মুলটি খগেশ্বর, শনিপুকুর, মিস্ত্রিপাড়া থেকে প্রায় হাজার খানেক মুসলিম এসে স্কুলে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে। উপরিউক্ত ছাত্ররা এই সময় স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে মারধোর করে বলে অভিযোগ। ঐদিন স্কুলে আগত হিন্দু ছাত্ররা এই

শেষাংশ ৫ পাতায়

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন

উলুবেড়িয়ায় প্রতিবাদ মিছিল করল হিন্দু সংহতি

গত ১৭ই জুলাই হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া শহরে 'বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন'-এর বিরুদ্ধে হিন্দু সংহতি প্রতিবাদ মিছিল করল। প্রায় আড়াই হাজার হিন্দু সংহতি কর্মী সমর্থকের মিছিলে অংশগ্রহণে নড়েচড়ে বসে উলুবেড়িয়া মহকুমা শহর। দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদেরউপর অমানুষিক নির্যাতন চলছে। সম্প্রতি হত্যা করা হয়েছে মঠ-মন্দিরের একাধিক পুরোহিতকে। এরই প্রতিবাদে হিন্দু সংহতির মিছিল। সাধারণ মানুষের কাছে বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থাটা তুলে ধরতেই এই বিক্ষোভ সমাবেশ। উল্লেখ্য গত ২৯শে জুন হিন্দু সংহতি কলকাতার প্রাণকেন্দ্র শিয়ালদহ থেকে বাংলাদেশ হাইকমিশন পর্যন্ত এক পদযাত্রা করেছিল বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে।

উলুবেড়িয়া শহরের গঙ্গারামপুর থেকে বিকাল ৪টার সময় মিছিল শুরু হয়। সেখান থেকে বাজার, স্টেশন রোড, গরুহাটা মোড়, কলেজ, পৌরসভা হয়ে কালীবাড়ির পাশ দিয়ে বাসস্ট্যান্ডে এসে মিছিল শেষ হয়। সেখানে সংহতি কর্মী সমর্থক ও পথচলতি মানুষদের উদ্দেশ্যে হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ তাঁর ভাষণে বাংলাদেশে হিন্দুদের বর্তমান দুরাবস্থার চিত্রটা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে হিন্দু পলায়ন শুরু হয়ে গেছে। তাদের ভবিষ্যৎ এক অনিশ্চিত অন্ধকার। পশ্চিমবঙ্গেও ক্রমশ জেহাদী আক্রমণের অশঙ্কা বেড়ে চলেছে। এমতাবস্থায় বাঙালি হিন্দুকে আর চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। প্রতিবাদ, প্রতিকারের পথে হাঁটতে হবে। নইলে বাঙালি হিন্দুকে আর একবার ভিটেমাটি ছাড়া হতে হবে। সংহতির সভাপতির ভাষণ সাধারণের মধ্যেও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। মিছিলে সংহতি সভাপতি তপন ঘোষের সঙ্গে পা মেলান হিন্দু সংহতির সহসভাপতি দেবদত্ত মাজী, উপদেষ্টা চিত্তরঞ্জন দে এবং হাওড়া জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী মুকুন্দ কোলে। উলুবেড়িয়ার পূর্ণকালীন কর্মী লাল্টু সী সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

পরিকল্পিত আক্রমণে মুসলিম যুবকদের হাতে খুন শ্মশানযাত্রী

শবদাহ করে ফেরার পথে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হল দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ডহারবার অঞ্চলের এক যুবককে। নিহতের নাম বাসুদেব পাইক (৩৩)। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু যুবক তাকে লাঠি, বাঁশ ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। ডিসিএম গাড়ির চালক সাজিদুল সর্দার ও খালাসি মুজিবর শেখ এবং তাদের দলবল শুধু খুনের ঘটনার সঙ্গেই জড়িত নয়, মহিলাদের শ্লীলতাহানির অভিযোগও তাদের বিরুদ্ধে উঠেছে। তাদের মারে জখম হয়েছে আরও সাতজন হিন্দু। নিহত ও আহতরা সকলেই ডায়মন্ডহারবারের মড়ুইবেড়িয়া অঞ্চলের বাসিন্দা। গত ২৮শে জুলাই বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ডহারবার থানার নেতড়া অঞ্চলে।

বাসুদেবের দাদা অনন্ত পাইকের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বৃহস্পতিবার ভোরে মশাটের বাসিন্দা মূল অভিযুক্ত গাড়ির চালক সাজিদুল সর্দার ও খালাসি মুজিবর শেখকে গ্রেফতার করে। আটক করা হয়েছে গাড়িটিকেও, অন্যদিকে গাড়ি ভাঙার অভিযোগে সাত হিন্দুকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। কিন্তু শববাহী গাড়ির এক যাত্রী জানান, তারা গাড়িতে কোন ভাঙচুর করেনি। বাসুদেবের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়লে মুসলমানেরাই নিজেদের গাড়ি ভেঙে বিষয়টিকে একটি সংঘর্ষের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ডায়মন্ডহারবার এসিজেএম আদালতে তোলা হলে গাড়ির চালক ও খালাসিকে আটদিনের পুলিশ হেফাজতে দেওয়া হয়। অন্যদিকে শবযাত্রীদের জামিন দিয়েছে বিচারক। চালক ও খালাসিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অন্যান্য অভিযুক্তদেরও খোঁজে তল্লাশি চলছে। এক পুলিশকর্তা জানান, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। বাকিদের ধরা হবে। কেউ-ই রেহাই পাবে না।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে মড়ুইবেড়িয়ার বাসিন্দা পঁচাত্তর বছরের রাজকুমার হালদারের মৃত্যু হয়। শবদাহের জন্য মন্দিরবাজার বিষ্ণুপুর শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্মশানে যাওয়ার জন্য একটি ম্যাটাডোর ও একটি ডিসিএম গাড়ি ভাড়া করা হয়। প্রায় ৬০-৬৫ জন লোক নিয়ে শবদেহ শ্মশানযাত্রা করে। অভিযোগ, শ্মশানযাত্রার প্রথম থেকেই সাজিদুল দুর্ব্যবহার করছিল। বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে বেশি। শ্মশানযাত্রীরা প্রতিবাদ করলে সাজিদুল ও মুজিবরের সঙ্গে তাদের বচসা বেঁধে যায়। শ্মশানে পৌঁছানোর পর সাজিদুল ও মুজিবর প্রচুর মদ খায়। সৎকারের পর বাড়ি ফেরার সময়ে চালকের ওই অবস্থা দেখে শ্মশানযাত্রীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু উপায় না থাকায় সাজিদুলের গাড়িতে চেপেই বাড়ি ফিরছিল পুরুষ যাত্রীরা। মত্ত সাজিদুল বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাতে শুরু করে। যাত্রীরা তাকে ঠিকভাবে গাড়ি চালাতে বললে সে যাত্রীদের গালিগালাজ করে বলেও অভিযোগ। এরপরই চালক আচমকা গাড়িটি নেতড়ার দিকে ঘুরিয়ে

শেষাংশ ৪ পাতায়

আমাদের কথা

শুধু সংগঠন নয়, সাহস ও সক্রিয়তাই মুক্তির পথ

কোন একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে যখন আপনি এগিয়ে যাবেন, তখন সমমনস্ক ব্যক্তিরা আপনাকে কেন্দ্র করে একত্রিত করে। এই সমস্ত লোকেদের ত্যাগ তিতিক্ষা আপনার মিশনের শক্তি বাড়াবে। এইভাবে আপনার মিশন ক্রমশঃ প্রচার ও পরিচিতি লাভ করবে। এইবার আপনার এই ক্ষমতা ও শক্তিকে দেখে লোকেরা আপনার সাথে যুক্ত হতে চাইবে।

বাঙালি হিন্দুর মানসিকতার অনুভব এবং কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যারা এইভাবে এগিয়ে আসে তাদের বেশিরভাগই সমস্যায় পড়ে তার সমাধানের জন্য আপনার শক্তি ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করার মানসিকতা নিয়ে আসে। নিজের স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে যোগাযোগ রাখে না। আর সমাধান না হলে সংগঠনকে গালমন্দ করে। এরা এখানে আসে হাত পেতে।

তবে সবাই ধান্দাবাজ নয়। কিছু লোক আসে শেলটার বা প্রোটেকশন পাওয়ার আশায়। তারা সংগঠনকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু without any contribution. আপনার নাম ভাঙিয়ে তারা নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে চায়। কিন্তু আপনার মিশনের অগ্রগতির সাথে এদের কোন লেনদেনা নেই। খালি স্তুতি আর প্রশংসার গ্যাসবেলুন ছাড়া এদের কাছে পাওয়ার কিছু নেই।

পাশাপাশি সীমিত লোক আসে হাত উপুড় করে। আপনার মিশনকে নিজের মিশন মনে করে তাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য উজাড় করে দিয়ে যেতে আসে। এরাই অ্যাসেট।

এইবার আপনি ভাবুন একতা একতা করতে গিয়ে আপনি যদি বহুসংখ্যক লেনেওয়ালা আর সংখ্যালঘু দেনেওয়ালাকে একসাথে নিয়ে চলতে চান, আপনার মিশনের ভবিষ্যত কি হবে? তাই আপনার মিশনকে সাফল্যের মুখ দেখাতে হলে আপনাকে এইট্র্যাডিশনাল একতার ভাবনা থেকে শত হাত দূরে থাকতে হবে। আপনাকে ফিল্টার অ্যাপ্লাই করতে হবে। দেনেওয়ালা সীমিত লোকদেরকে অ্যাসেট মনে করতে হবে। এদের আহ্বান করতে হবে। এদেরকে বুক দিয়ে আগলে রাখতে হবে। একতার ভাবনাটাকে এই গ্রুপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আর বাকিদেরকে সচেতনভাবে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। কারণ এরা লায়াবিলিটি। এরা আপনাকে পিছনে টেনে ধরে রাখবে।

আজ আমাদের সমাজের মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে আমার স্পষ্ট মত—সার্বিক একতা শক্তি নয়, লায়াবিলিটি। তবে দেনেওয়ালাদের মধ্যে একতা অবশ্যই শক্তি এবং এই লিমিটেড বা সীমাবদ্ধ একতা একান্ত কাম্য।

উড়তে না জানলে পাখি একা থাকলেও উড়তে পারবে না, আবার জোট বাঁধলেও উড়তে পারবে না। সাঁতার কাটতে না জেনে নদীতে ঝাঁপ দিলে আপনি একাও যেমন জলে ডুবে মরবেন, দশজন লোক থাকলেও সবাই জলে ডুবে মরবে। তাই জোট বাঁধাটা সমস্যার সমাধান নয়। যে কাজটা করতে হবে, সেই কাজটা যারা জোটবদ্ধ হচ্ছে তারা ব্যক্তিগতভাবে করতে পারে কি না, সেটাই আসল।

মোল্লার ভয়ে হিন্দুর জোটবাঁধা বা সংগঠিত হওয়ার ইচ্ছা জেগে ওঠাটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আসলে ফাঁকিবাজীর কল! এ হল দুধের পুকুর তৈরি করতে গিয়ে রাতের অন্ধকারে দুধের পরিবর্তে জল ঢেলে আসার সেই চিরন্তন মনোবৃত্তি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে একা রুখে দাঁড়ানোর সাহস নেই, দশজনকে জোগার করে 'তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছি'—গান গেয়ে নিজেকে বাঁচানোর ধান্দা।

আমরাও সংগঠনের গুরুত্বকে অস্বীকার করি না। কিন্তু হিন্দু সমাজের বর্তমান গুণগত মানের কথা মাথায় রেখে সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার পরিবর্তে হিন্দু সমাজের মধ্যে যারা সাহসী ও লড়াই করতে পারে, আমি তাদেরকে সংগঠিত করতেই বেশি আগ্রহী। আর সেই সংগঠন গড়ে তোলার জন্য কোন কৃত্রিম পদ্ধতি আবিষ্কার করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। সেই সংগঠন প্রাকৃতিক কারণে স্বভাবিক ভাবেই গড়ে উঠবে, যখন আমরা ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম আগ্রাসনের হাত থেকে আমার পায়ের তলার মাটি, মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য রুখে দাঁড়ানোর সঙ্কল্প করবো। তখন সংগঠন সংগঠন করে চিৎকার করার প্রয়োজনও হবে না আর আমার সাথে কে কে এই লড়াইয়ে যোগদান করল বা করল না, তাদের মাথা গুনে সময় কাটানো অথবা আক্ষেপ করার মানসিকতাও থাকবে না। তখন শুধু চরৈবেতি চরৈবেতি। হ্যাঁ, এই লড়াই একটা দিশা দেওয়ার জন্য। যেটা অপরিহার্য সেটা হল সৎ, হৃদয়বান এবং সাহসী নেতৃত্ব।

গরু নিয়ে মাতামাতি করে দলিত-মুসলিম ঐক্য করে দেওয়া হচ্ছে

অজেয় বিশ্বাস

গরু নিয়ে মাতামাতি করে কিন্তু দলিত-মুসলিম ঐক্য করে দেওয়া হচ্ছে, এরপর মুসলিমরা দলিতদের মোরগ করে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল বানাবে। তার দায় আমাদেরই হবে, বিজেপিকে তাদের ক্ষমতাসীন রাজ্যে হিন্দুত্ববাদীদের বদলে থাকা এই ''গরুত্ববাদী''দের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। গরু নিয়ে এরমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় দলিত আর মুসলিমরা মার খেয়েছে, আমি কিছু কুড়মি/কুর্মী ছেলের সাথে কথা বলছিলাম, ওদের 'সারনা' সংস্কৃতিতেও গরুর পূজা হয়। কিন্তু গরুর জন্য দলিত মার খাচ্ছে দেখে ওরাও ক্ষুব্ধ। হিন্দু দেবদেবী নিয়ে উত্তাল খিস্তি করছে। নিজেদের হিন্দুদের থেকে আলাদা বলছে, অথচ এদের মধ্যে একটা ছেলেই আগে বলতো যে হিন্দুরা না থাকলে 'সারনা সংস্কৃতি' মুসলিম, খ্রিস্টানদের কবলে পড়লে নষ্ট হয়ে যেত। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, গরু হিন্দু ঐক্যের বদলে হিন্দু বিরোধী ঐক্যে পরিণত হয়েছে। একটা বাস্তব সত্য বুঝতে হবে যে ১০,০০০ বছরের সভ্যতা গোয়ালে পাঠালে চলবে না। গরু যতই উপকারী হোক, গরু মানুষের থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা বুঝতে হবে, গরু নিয়ে গোঁড়ামি করে মুসলিমদের গোঁড়ামি দমানো যাবে না। মনে রাখতে হবে মুসলিম সমাজ গোঁড়ামিতে প্রথম। ওই গোঁড়ামির খেলায় তাদের সাথে আমরা পাল্লা দিতে পারবো না, আর করাও উচিত নয়। তাছাড়া যে যেটায় পারদর্শী সেখানে তার সাথে পাল্লা না দিয়ে যেখানে সে অপারদর্শী সেখানে টক্কর দিতে হয়। গোঁড়ামিতে মুসলিমদের সাথে পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয়। আর দিতে গেলে আমাদেরই ক্ষতি হচ্ছে। বরং মুসলিমরা যেটাতে অপারদর্শী সেইটা অর্থাৎ উগ্র ধর্মনিরপেক্ষতা দেখানো হোক। নিজেদের মধ্যে 'গোরক্ষক' না বানিয়ে 'দলিত রক্ষক' দরকার, যারা জাতিভেদ দূল করবে। ঢ্যামনা উঁচু জাতির কিছু লোক যারা দলিতদের ওপর অত্যাচার করে তাদের দমন করবে। এছাড়া সামাজিক ক্ষেত্রে অভিন্ন দেওয়ানী আইন করে বহুবিবাহ, শিশুবিবাহ বন্ধ করে আর জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন করে জনবিস্ফোরণ বন্ধ করলেই মোল্লাদের বুদ্ধি শেষ। বাকি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষায় ওরা আমাদের সাথে পাল্লা দিতে পারবে না। কিন্তু গরু নিয়ে মারধোরকে দেখিয়ে মুসলিমরা দলিতদের কাছে টেনে নিচ্ছে। এর পরে তাদের যোগেন মণ্ডল করবে সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু আগে আমাদের খতম করবে। জনবিস্ফোরণ চললে কোন না কোনদিন আমরা সংখ্যালঘু হবই, তাই ধর্মনিরপেক্ষ আইনগুলি নিয়ে আন্দোলন করার চিন্তা করা দরকার। আশা করি গরুকে গুরুত্ব না দিতে বলায় খিস্তি খাবো না।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

ইসলামী যুদ্ধনীতি

পবিত্র রায়

...আবারও এইরূপ কাজের সমর্থনে আয়াত নাযিল হল, ''আল্লাহ তাদের বিতাড়নের রায় দিয়েছেন। তারা আল্লাহ ও তার রসুলের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে। আল্লাহকে বাধা দিলে আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তির প্রদান করেন (সুরা হাশ্‌র ৩ এবং ৪ আয়াত) বনু নাযিরগণ আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ওবাই এর সমর্থন পেল। আব্দুল্লা ইব্‌ন ওবাই বললেন, তোমরা যদি বিতাড়িত হও বা যুদ্ধাক্রান্ত হও, আমরা তোমাদের সাথে আছি। একথা শুনে বনু নাযির গোত্র আশ্বস্তঃ হল এবং মদিনা ত্যাগ করল না। ইতিমধ্যে খোদা আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ওবাইকে লক্ষ্য করে আয়াত পাঠালেন, ''তুমি কি কপটাচারীদের দেখনি? ওরা গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে ওদের সে সব সঙ্গীকে বলে, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারও কথা মানব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব', কিন্তু আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'' (সুরা হাশ্‌র, ১১ আয়াত)

মোহাম্মদ কোন লেখক বা কবি তার বিরুদ্ধে লিখলে সহ্য করতেন না। কারণ হলো লেখনীর জবাব লেখনীতে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। গুপ্ত হত্যা বা যে কোনভাবে এদের হত্যা করাতেন নবীজি।পূর্বে আবু রাফে ও কবি ইব্‌ন আশরাফের মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শতাধিক বর্ষীয় শ্রদ্ধেয় কবি আবু আফাক ও পাঁচ সন্তানের জননী স্বনামধন্যা মহিলা কবি আসমা বিন্‌তে মারোয়ানকেও মোহাম্মদ হত্যা করিয়েছিলেন।

চুক্তিভঙ্গ ও মিথ্যা অভিযোগ তোলা ইসলামী যুদ্ধনীতির একটা অপরিহার্য বিষয়, একথা অমান্য করা যায় না। সামান্য ঝগড়ার ছুঁতোয় বনু কানুইকাদের বহিষ্কার, পাথর ছুঁড়ে মোহাম্মদকে হত্যা চক্রান্তের মিথ্যা অভিযোগে বনু নাযিরদের উপর হামলা, অর্থনৈতিক উৎস ধ্বংসকরণ ও দেশত্যাগে বাধ্য করা। খন্দক যুদ্ধের সময় কোরাইশদের সাহায্য করার মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে কোরাইজা হত্যাকরণ ঘটানো---যেটাকে পৃথিবীর প্রথম জেনোসাইড বা গণহত্যা বলা যায় প্রভৃতি কর্মকাণ্ড মোহাম্মদের যুদ্ধ কৌশলের অঙ্গ হলেও মিথ্যা অভিযোগকারী ও অকারণ গণহত্যার অপবাদ থেকে মোহাম্মদ মুক্তি পেতে পারেন না। এইবার আমরা দৃষ্টি ঘোরাব চুক্তিভঙ্গের দিকে। হোদায় বিয়ার চুক্তিটিই সবচাইতে উল্লেখযোগ্য চুক্তি হিসাবে গণ্য হয়ে আছে ইসলামি ইতিহাসে। বুখারী শরীফের ২৫০৬ নং হাদিসে চুক্তিটির উল্লেখ আছে। সহীহ মুসলিম শরীফের ৪৪৯৪, ৪৪৯৫, ৪৪৯৬ ও ৪৪৯৭ নং হাদিসগুলিও হোদায়বিয়ার চুক্তি সংক্রান্ত। মেশ্‌কাত শরীফের ৩৮৬৫ থেকে ৩৮৭২নং হাদিসগুলিও হোদায়বিয়ার চুক্তি সংক্রান্ত।

এই চুক্তিটি হয়েছিল ৬২৮ সালের মার্চ মাসে। অর্থাৎ খন্দক যুদ্ধের এক বছর বাদে মোহাম্মদ ১৩০০-র মত যোদ্ধা নিয়ে ওমরাহ করার জন্য মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। কোরাইশরা মোহাম্মদের আগমন খবর জানতে পেরে মোহাম্মদকে মক্কায় ঢুকতে না দেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করে। এই খবর পেয়ে মোহাম্মদ হোদায়বিয়া নামক স্থানে তাঁবু গড়েন। তিনি মক্কায় খবর পাঠান যে, তিনি শুধুমাত্র ওমরাহ করতে এসেছেন। মোহাম্মদ পূর্বে বারে বারে কোরাইশদের বিরুদ্ধে রক্তপাত ও লুটপাট চালিয়েছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন গোত্রের উপর যতসব নৃশংস ঘটনা ঘটিয়েছিলেন— তার সব খবর কোরাইশদের কাছে ছিল। যদিও তারা মক্কায় ঢুকতে না দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, তা সত্ত্বেও মনে মনে মোহাম্মদের নৃশংসতার ভয়ে ভীত ছিল। এরা রক্তপাত এড়ানোর জন্য মোহাম্মদের সাথে সন্ধি করতে আগ্রহী ছিল। অপরদিকে মোহাম্মদও সামরিক শক্তিকে সম্পূর্ণ বলবান হতে না পারায় কোরাইশদের সাথে যুদ্ধ না করার ইচ্ছাতেই ছিলেন। সুতরাং দু'পক্ষের সন্ধির প্রয়োজন ছিল, সে কথা স্বীকার করতেই হয়। অবধারিতভাবে হোদায়বিয়া নামক স্থানে দু'পক্ষের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল দশ বছরকালের জন্য—যেটাকে হোদায়বিয়ার চুক্তি বলে। দু'পক্ষের বিভিন্ন কথার সামান্য অদলবদল করে যে চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার মূল শর্তগুলি ছিল মক্কার কোন মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করলে মোহাম্মদ তাকে কোরাইশদের নিকট ফেরত দিবেন, মদিনা হতে কোন মুসলমান মুরতাদ হয়ে মক্কায় চলে এলে তাকে আর মদিনায় ফেরত পাঠাবে না কোরাইশগণ এবং মক্কায় প্রবেশকালে মুসলমানগণ অস্ত্রপাতি কোষাবদ্ধ রাখবেন। পরবর্তী বছর হতে মুসলমানগণ হজ করার বা উমরাহ করার জন্য মাত্র তিনদিনের জন্য মক্কা শহরে অবস্থান করতে পারবেন। অবশ্য ৬২৮ সালের মার্চ মাসে মুসলমানগণ কাবা দর্শন না করেই মদিনায় ফেরত আসেন।

আবু বসির নামক একজনকে মোহাম্মদ শর্তানুযায়ী কোরাইশদের হাতে ফিরিয়ে দিলে পথিমধ্যে এই আবু বসির জনৈক কোরাইশকে হত্যা করে মোহাম্মদ এর নিকট এসে জানায় নবীজি তাঁর শর্তমত বসিরকে প্রত্যার্পণ করেছেন আর বসির তার নিজের ইচ্ছায় খুন করে চলে এসেছে। সুতরাং বসিরের দায় নবীজির উপর বর্তায় না। এই বলে বসির সমুদ্রোপকূলের দিকে চলে যায় এবং সত্তর আশি জনের একটা লুটেরা দল গঠন করে এবং কোরাইশদের উপর লুণ্ঠন করে ব্যাবসাপত্র লাটে উঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। মোহাম্মদের শিষ্য এই আবু বসির মোহাম্মদের জ্ঞানত এইরূপ করছিল। মোহাম্মদ দেখেও না দেখার ভান করেছিলেন। আবু বসিরের খপ্পরে পড়লে কাফেলা লুণ্ঠন তো অবধারিতই ছিল, উপরন্তু কাফেলার কাউকে জীবিত রাখত না। এর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে কোরাইশগণ মোহাম্মদের শরণাপন্ন হয়। অতঃপর মোহাম্মদ সন্ধির শর্ত অর্থাৎ মক্কা থেকে হিজরতকারী কাউকে ফেরত না দেবরে শর্তে আবু বসিরকে নিরস্ত করেন। ইতিমধ্যে মোহাম্মদ ভিতর ভিতর প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। দশ হাজার সৈন্য জোগাড় ও বাহিনী বানানোর উপযুক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং মক্কা আক্রমণের উদ্দেশ্যে দশ হাজার সৈন্যের একটি দল গঠনও করলেন। দশ বছরের চুক্তিটি দু'বছরের মধ্যেই বাজে কাগজের ঝুড়িতে মোহাম্মদ ফেলে দিতে পারলেন, কারণ এই দু'বছর সময় লেগেছিল মোহাম্মদের প্রস্তুত হতে। আর প্রস্তুত হয়েই মক্কা আক্রমণ করলেন এবং জয় করলেন। অর্থাৎ সুযোগ মত চুক্তিভঙ্গ করা ইসলামী যুদ্ধনীতির অঙ্গ। অথচ আবু দাউদ শরীফের ২৬০৫ নং মেশকাত শরীফের ৩৭৫৩ হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে চুক্তিভঙ্গ করা নিষেধ। একদিকে চুক্তিভঙ্গ করা, আর অন্যদিকে চুক্তি ভাঙতে নিষেধ করা—সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী মতবাদের সহাবস্থান সত্যিই অবাক করার মত বিস্ময়।

নবীজির যুদ্ধ সাফল্যের খতিয়ানে বিশ্বস্ত গোয়েন্দা বাহিনীর কৃতিত্ব অবশ্য মান্য করতে হয়। আবু দাউদ শরীফের ২৬১০ নং হাদিসে বলা হচ্ছে নবী করীম তাঁর সাহাবী বুসীসাকে গুপ্তচর হিসাবে আবু সুফিয়ানের কাফেলার অবস্থা ও গতিবিধি দেখার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। বোখারী শরীফের ৩৯৩২, ৩৯৩৩ এবং ৩৯৩৪ হাদিসগুলি মোতার যুদ্ধ সংক্রান্ত। মোতার যুদ্ধে যায়েজ ইবনে হাবেসা, জাফর ইব্‌ন আবু তালিব এবং আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহার এর মৃত্যু সংবাদ যখন পৌঁছাল তখন নবীজি অত্যন্ত বেদনাহত হলেন।...

ক্রমশ...

হিন্দু সমাজে শত ছিদ্র, হিন্দু ধর্মে সহস্র ছিদ্র

তপন ঘোষ

এবারের লেখাটা একটু এলোমেলো হবে। কিন্তু কিছু অভিজ্ঞতা কিছু উপলব্ধি কিছু চিন্তাভাবনা সকলের সঙ্গে শেয়ার করা খুবই দরকার বলে মনে করছি। এগুলো থেকে কোন সিদ্ধান্ত আমি পাঠকের উপর চাপিয়ে দিতে চাই না। পাঠক নিজেই সিদ্ধান্ত নেবেন।

আমাদের হিন্দু সমাজে শতছিদ্র, আর আমাদের ধর্মে সহস্র ছিদ্র। এই ছিদ্র মেরামতে বা ছিদ্রগুলি সেলাই করতে অনেক সংগঠন, অনেক কর্মী চেষ্টা করছেন, নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছেন। কিন্তু তা দিয়ে শেষরক্ষা হবে কিনা বলা কঠিন। অর্থাৎ হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্ম বাঁচবে কিনা। যদি বা বাঁচে তা এই হিন্দু দেশে বাঁচবে, নাকি ইউরোপ-আমেরিকায় বাঁচবে? হিন্দু দেশ ছাড়া হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্ম আদৌ বাঁচবে কিনা, অথবা বাঁচলেও কতদিন— সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। তাহলে তিনটে কথা এসে গেল—হিন্দু দেশ, হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্ম।

প্রথমে আসি দেশের কথায়। এটা 'হিন্দু দেশ' নামে স্বীকৃত না হলেও এখনও একে হিন্দুস্থান বলে। এমনকি ইংরাজি ইন্ডিয়া নামের মধ্যেও হিন্দু শব্দটা ঢুকে আছে। নামে যাই হোক, দেশটা কেমন আছে? খুব ভালো নেই, খুব খারাপও নেই। ভারতে এখনও অনেক দুঃখ, দারিদ্র, বঞ্চনা, বৈষম্য, অশিক্ষা, অনাহার, অচিকিৎসা থাকলেও যখন আমরা সারা পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করি তখন দেখি যে বিশ্বের দেশসমূহের তালিকায় আমরা খুব বেশি নীচের দিকে নেই। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মাপকাঠিতে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলো বাদ দিলে ভারতের স্থান যথেষ্ট সম্মানজনক।

দেশের পরিস্থিতি, উন্নয়ন ও প্রগতির হার যদি বিবেচনা করি তাহলে গোটা ভারত খুব খারাপ নেই, প্রগতির হারে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। প্রথমে পরিস্থিতির কথা। পরিস্থিতি বলতে দেশের অখণ্ডতা, সীমান্তের সুরক্ষা, দেশের ভেতরে আইনশৃঙ্খলা, জনগণের নিরাপত্তা, মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং নিজ যোগ্যতা অনুসারে জীবনে উন্নতি করার সুযোগ। এই কয়েকটি মাপকাঠিতে দেখলে দেখবো যে প্রতিবেশী পাকিস্তান ও চীনের চরম কুমতলব থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের সীমান্ত সুরক্ষিত এবং জাতীয় অখণ্ডতা বহিঃশত্রুর হাত থেকে মোটামুটি নিরাপদ। দেশের আইনশৃঙ্খলা নিখুঁত না হলেও মোটের উপর নাগরিক নিরাপত্তা আছে। অবশ্য কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, কেরল ইত্যাদি কিছু কিছু স্থান এর ব্যতিক্রম। সংখ্যালঘু বা হিন্দু সমাজে জাতিগতভাবে দুর্বল শ্রেণীর উপর কোনরকম অত্যাচার হলে তার বিরুদ্ধে সোচ্চারে প্রতিবাদ করার মতো সংস্থা ও মিডিয়া এদেশে প্রচুর। আর সেই অত্যাচারের প্রতিকার করার মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আমাদের দেশের সংবিধান, আইন ও প্রশাসনে আছে। সুতরাং নাগরিকের নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার খুব খারাপ অবস্থায় নেই।

দ্বিতীয়তঃ উন্নয়ন। সারা দেশের দিকে তাকালে সহজেই বোঝা যায় যে উন্নয়ন হচ্ছে। আমরা থেমে নেই। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, বাসস্থান, যাতায়াত ব্যবস্থা, স্কুল-কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কৃষি, শিল্প, প্রাণীসম্পদ, খাদ্যবস্তু ও ফলের জোগান, মৃত্যুর হার, শিশুমৃত্যুর হার—যে কোন মাপকাঠি ব্যবহার করে দেখুন, দেশ থেমে নেই। উন্নয়ন হচ্ছে। প্রগতির গ্রফটা উঁচুর দিকেই। যদিও অনেকের কাছেই সেটা যথেষ্ট সন্তোষজনক নাও মনে হতে পারে।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠিটি হল যে, যে কোন সাধারণ মানুষ, যে কোন শ্রেণীভুক্ত মানুষ নিজের যোগ্যতা অনুসারে নিজের ও পরিবারের জীবনে উন্নতি করার সুযোগ পাচ্ছে কিনা? অনেকটা পাচ্ছে। গত হাজার বছরের হিন্দুসমাজে জন্মের ভিত্তিতে উঁচু নীচু বিচার করা জাতিভেদের জন্য যে বৈষম্য ও বঞ্চনা হয়েছিল তার অনেকটাই দূর করা গেছে শিক্ষায় ও চাকরিতে সংরক্ষণের দ্বারা। যদিও এর কুফলকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু মোটের উপর আজ দেশের গরীব ও মেধাবী ছাত্র, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে যেখানেই তার অবস্থান হোক না কেন, উন্নতির সুযোগ পাচ্ছে। যারা লেখাপড়া করে না তারাও শ্রমের ও স্কিলের মূল্য পাচ্ছে। শিক্ষার হার, উন্নতির সুযোগ সবকিছুই উর্দ্ধমুখী।

এই হল দেশের পরিস্থিতির কথা। আভ্যন্তরীন দৃষ্টিতেও, আর সারা পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতেও আমাদের দেশ, অথাৎ এই হিন্দু দেশ খুব খারাপ অবস্থায় নেই। এরজন্য কৃতিত্ব কার প্রাপ্য? অবশ্যই দেশের জনগণের। কিন্তু তার সঙ্গে এই কৃতিত্ব তাদেরও প্রাপ্য যারা দেশটা চালাচ্ছেন। তারা কারা? রাজনৈতিক নেতা ও ব্যুরোক্রাট অর্থাৎ প্রশাসক বা আমলারা। এই নেতা ও অফিসারদের আমরা তো উঠতে বসতে গালাগাল দিই। তাও তো তারা আমাদের এই হিন্দু দেশকে গোটা বিশ্বের তুলনায় খুব খারাপ অবস্থায় রাখেননি। কিন্তু হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্মের কী অবস্থা? আমি তো সেখানে সমাজে শতছিদ্র ও ধর্মে সহস্রছিদ্র দেখতে পাচ্ছি। কী জানি আমি পেসিমিসটিক্ বা হতাশাবাদী কিনা!

প্রথমে আসি হিন্দু সমাজের কথায়। সমাজ কেমন আছে তা বিবেচনা করার আগে সমাজের সাইজ বা আকার বা আয়তনের দিকে একটু লক্ষ্য দেওয়া যাক্। এখানে সমাজ বলতে ভারত সহ গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের কথা বলছি। এর আকার বা সাইজ কমছে। এককথায় হিন্দুর সংখ্যা বা অনুপাত বা শতাংশ অন্য সমাজের তুলনায় কমছে। তাহলে সমাজ যদি ভালোই থাকে, তারও বা মূল্য কী? কোনো পার্সি তো গরিব নেই। টাটা, রুস্তমজী, সাপুরজী-পালোনজী এরা পার্সি! বিশাল ধনী ও উন্নত। কিন্তু কোথায়? নিজ পার্সি দেশে নয়। অন্য দেশে, বিদেশে (তাদের মূল দেশ ইরান)। বিদেশেও এই পার্সিদের সংখ্যা কমতে কমতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মুখে। তাহলে এরকম উন্নতির মূল্য কী, এরকম ভালো থাকার মানে কী?

আফগানিস্তান একসময়ে গান্ধার ছিল, হিন্দু দেশের অন্তর্গত ছিল। তার কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু ১৯৩৭ এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যা আমাদের হিন্দু দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার মধ্যে ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দু সমাজ প্রায় নিঃশেষ। এইসব অংশের প্রায় সমস্ত হিন্দু ভারতে চলে এসেছে। তাহলে তো হিন্দুর অনুপাত ও শতাংশ অনেকটা বেড়ে যাওয়ার কথা! কিন্তু বাস্তবে তো তার উল্টো দেখছি। এখানে হিন্দুর অনুপাত ৮০ শতাংশেরও নিচে চলে গিয়েছে ২০১১-র জনগণনায়। প্রত্যেক রাজ্যে ও সারা দেশে হিন্দুর অনুপাত কমছে। অর্থাৎ হিন্দু সমাজের সাইজ কমছে।

তাহলে হিন্দু সমাজ আছে কেমন? আর্থিক নিরিখে ভালো, হিন্দু হিসাবে খারাপ আছে। কলকাতার পার্ক সার্কাসের হিন্দুরা গরীব হয়ে যায়নি, কিন্তু এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। গ্রামাঞ্চলেও বহু জায়গাতেও একই অবস্থা। যেখান থেকে চলে যেতে পারেনি, অপমান ও অত্যাচার সহ্য করে সেখানে আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার একটি শহরে দরিদ্র হিন্দু পরিবারে সুন্দরী মেয়ে রুম্পা বেহাড়া, পিতা মৃত। মা ছোটখাটো কাজ করেন। একটি অবস্থাপন্ন ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়ে বিবাহ করে আট মাস পর জানতে পারল ছেলেটি মুসলমান এবং তার আগেই একটি স্ত্রী আছে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। বিজেপি-র মাধ্যমে পৌঁছালো হিন্দু সংহতির কাছে প্রতিকারের আশায়। হিন্দু সংহতি খুব আগ্রহ সহকারে কেসটা নিল। ঐ পরিবারকে সমস্তরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। সেই প্রতিশ্রুতিও যাতে ভরসা করতে পারে তারজন্য কিছু ব্যবস্থাও করা হল। তারপর বলা হল ঐ মুসলিম ছেলেটির নামে থানায় লিখিত অভিযোগ করতে। তারা অনেক চিন্তাভাবনা করলো, অনেক দোনামোনা করলো, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে পরামর্শ করলো। তারপর আমাদেরকে অনুরোধ করলো, ছেলেটার সঙ্গে ডিভোর্সের ব্যবস্থা করে দিতে। কিন্তু ঐ মুসলিম ছেলেটির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করলে ওরা খুন হয়ে যাবে। ওদের মুর্শিদাবাদে অতি ছোট মাটির ভাঙা বাড়ি। ওদেরকে বললাম, তোমাদের গোটা পরিবারের কলকাতায় থাকার ব্যবস্থা ও কাজের ব্যবস্থা করে দেব। তাই ওই ভয় পেও না। তখন তাদের উত্তর— মুর্শিদাবাদের ঐ ছোট্ট শহরে মেয়েটির মামার বাড়ির লোকজনকে মেরে দেবে। সুতরাং থানায় তারা অভিযোগ করতে পারবে না। ফিরে গেল। ঐ ছেলেটির অধীনেই চলে যেতে বাধ্য হল।

উড়িষ্যার শিবানী আচার্য্য, মথুরাপুরের নমিতা দাস, মন্দিরবাজারের জবা নস্কর, আরও কত নাম স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। মুখগুলো মনে ভেসে ওঠে। (হিন্দু সংহতির অফিস ফাইলে সব রাখা আছে)। ছট্‌ফট্ করি। নিজেকে অসহায় মনে হয়। হিন্দু সমাজকে অক্ষম মনে হয়। আর সুখী ও প্রতিষ্ঠিত হিন্দুদের নির্লিপ্ততা দেখে মনে মনে কখনও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি, কখনও হতাশ হয়ে যাই।

শুধু এইরকমের ঘটনা নয়, আরও অনেকরকমের ঘটনা। হিন্দু পাড়ায় একজন হিন্দু নিজের বাড়ি মুসলিমকে বিক্রি করে চলে গেল। পাড়ার হিন্দুদের পিছনে বাঁশ হয়ে গেল। আটকানোর কোন উপায় নেই। হিন্দুর শ্মশানের জমি মুসলিমদের দ্বারা দখল হয়ে গেল, হিন্দুর দেবোত্তর সম্পত্তি দখল হয়ে গেল। এক হিন্দু বাংলাদেশ থেকে এসে এক মুসলমানের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করলো। ঐ সম্পত্তিতে একটা কবর ছিল। চল্লিশ বছর পর ঐ মুসলিমের বংশধররা এসে ঐ জায়গাটা দখল করলো। ব্যারাকপুরে ১নং ওয়ার্ডে রেললাইনের ধারে সম্পূর্ণ হিন্দু এলাকায় পরিত্যক্ত মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবার ওরা দখল করলো, পাশের হিন্দু ক্লাব শঙ্খ ভারতী, ভারত সেবাশ্রম সংঘের হিন্দু মিলন মন্দির বিপদে পড়ল। তাদের কিছু করার নেই। গরিব হিন্দুপাড়ায় এসে খ্রীষ্টান মিশনারীরা অবাধে আর্থিক প্রলোভন দিয়ে হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ করছে, অথচ পাশেই গরিব মুসলিম পাড়ায় তাদের ঢোকার ক্ষমতা নেই।

আর একদিনের দৃশ্য আমি বোধহয় সারা জীবনে ভুলতে পারবো না। সুন্দরবনে সন্দেশখালি থানার ধামাখালি ঘাট। প্রচণ্ড গরমের দিন, একটা নৌকার পাটাতনের উপর প্রায় ২০-২২ জন মহিলা বিধ্বস্ত অবস্থায় প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। প্রথমে বুঝতে পারলাম না এরা কারা, এদের এই অবস্থা কেন হয়েছে? ভাবলাম গরমের দিনে সংক্রামক কলেরা রোগে একসঙ্গে এরা সবাই আক্রান্ত হয়েছে। বোধহয় হাসপাতাল নিয়ে যাচ্ছে। তারপরেই মনে প্রশ্ন এল, কলেরা রোগে শুধু মেয়েরাই কীভাবে আক্রান্ত হলো, কোন ছেলে নেই কেন? খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, এরা কলেরা রুগী নয়। এদের সকলকে সুদূর খুলনা দ্বীপের গ্রামীণ হাসপাতালে অপারেশন করে বন্ধ্যাকরণ করা হয়েছে। সেখান থেকে একটা নদী নৌকায় পার হয়ে সন্দেশখালি দ্বীপে এসে, আরও দশ কিলোমিটার সাইকেল ভ্যানে করে এসে আর একটা নদী পার হয়ে ধামাখালি ঘাটে উঠেছে। এরপর ভ্যানে করে যার যার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে। ঐ হৃদয়বিদারক দৃশ্যে কিন্তু একজনও মুসলিম মহিলা ছিল না।

নদীয়া জেলার ধানতলায় সারা রাত্রিব্যাপী বরযাত্রী বোঝাই বাসে হিন্দু নারীদের গণধর্ষণ। আরও কত কত ঘটনা। স্বরূপনগর থানার খাবরা পোতা গ্রামে হিন্দু মন্দিরের চাবি মুসলমানের হাতে চলে যাওয়া, কেসের ভয় দেখিয়ে বাগদী যুবকদের গ্রামছাড়া করে বাম আমলে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে দেবোত্তর সম্পত্তির উপর মসজিদ গড়ে তোলা, পাঁচলায় হিন্দু বাজার লুট, শ্যামপুরে সাতটি প্যান্ডেলে কালীমূর্তি ভাঙা, আদিবাসী এলাকায় মুসলিমদের দ্বারা আদিবাসীদের জমি দখল ও আদিবাসী মহিলাদের যৌন শোষণ। ঘটনার শেষ নেই। মনে হয় যেন সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজ অরক্ষিত হয়ে পড়ে আছে। শতশত, হাজার হাজার হিন্দু মেয়ের লাভ জেহাদের শিকার হওয়া, হিন্দু ছেলে মুসলিম মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে বাধ্য হয়ে মুসলিম হওয়া, লাভ জেহাদের শিকার হিন্দু মেয়েরা ফিরে আসতে চাইলেও নিজের মা-বাবা-ভাইবোনের নিরাপত্তার কথা ভেবে ফিরতে না পারা।

এরকম অসংখ্য ঘটনাগুলো পাথরের মতো আমার বুকের মধ্যে চাপা আছে। বোধহয় আমার মনটাই পাথর হয়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হয় যে হিন্দু সমাজ যেন সম্পূর্ণ অরক্ষিত। একে বাঁচানোর কেউ নেই।

এরপর আসি হিন্দু ধর্মের কথায়। আগেই বলেছি, হিন্দু সমাজে শত ছিদ্র হলে হিন্দু ধর্মে যেন সহস্র ছিদ্র। হিন্দুধর্মের নাম করা মঠ ও সম্প্রদায়গুলি দেখে মনে কখনও রাগ হয়, কখনও দয়া হয়, আরও কখনও মনে হয় লাথি মেরে ভেঙে দেওয়া দরকার এগুলোকে। ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনকে সারা দিনরাত সারাবছর মুসলমানের সেবা করেও নিজের নিরাপত্তার জন্যে মন্দিরের দেওয়ালে বড় বড় করে উর্দু ও আরবী ভাষায় বাণী লিখতে হয়। কিন্তু তারপরেও মিশনের প্রধান সন্ন্যাসী স্বামী সেবানন্দকে ঢাকা ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়। ভারত সেবাশ্রম সংঘ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ইমাম বরকতীকে ডাকছে। পুরুষোত্তমম্ অনুকূল ঠাকুরের জন্মস্থান পাবনায় ওনার আশ্রমের সেবায়েতকে কুপিয়ে হত্যা করার পর ভারতে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন প্রতিবাদ মিছিল করলেও ভারতে ঐ পুরুষোত্তমমের কয়েক হাজার মন্দির ও কয়েক কোটি শিষ্যের মধ্যে একজনও প্রতিবাদে রাস্তায় নামলো না দেখে হিন্দুত্ববাদী কর্মীরা ফেস্‌বুকে ওনাকে 'হনুকূল' ঠাকুর বলা শুরু করেছে। অন্য অনেক বাবা ও ধর্মগুরুরা আজ জেলে। নামকরা মন্দিরগুলো ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ধর্মের নামে অনাচারের কোন সীমা পরিসীমা নেই। হিন্দুধর্মের নামে যা খুশি করা যায়। দুর্গাপুজো অনেক জায়গায় বিরিয়ানী উৎসবে পরিণত হয়েছে। তিরুপতি মন্দিরের দেবতা বহু কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হয়ে গিয়েছেন। ছেলেদের হাতে মোবাইলে থ্রিজি কিন্তু মন্দিরে মুচিদেরকে ঢুকতে দিচ্ছে না। দিল্লির চাঁদনী চকে শিব-পার্বতী নৃত্য নামে অশ্লীল ক্যাসেট বিক্রি চলছে।

লেখার জায়গা কম তাই ছিদ্র গোনার সংখ্যা বাড়াবো না। কিন্তু এটা তো মানতেই হবে যে, ধর্ম চালাচ্ছেন ধর্মীয় প্রধানরা, সমাজ চালাচ্ছেন সমাজনেতারা এবং দেশ চালাচ্ছেন দেশনেতারা। এখন বিবেচনা করে দেখুন আমাদের এই হিন্দু দেশ হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম—কোনটা বেশি খারাপ অবস্থায় আছে? রাজনীতিকদের আমরা যত গালাগালি দিই না কেন তারা এই হিন্দু দেশটাকে ধরে রেখেছেন (কাশ্মীর ব্যতিক্রম) ও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সে কথা জোর দিয়ে বলতে পারছি না। এর দায় সমাজনেতা ও ধর্মীয় নেতাদের নিতেই হবে। আর সমাজের নেতা কে বা কারা তা চিহ্নিত করতে যদি অসুবিধা হয় তাহলে আমাদেরকেই সে দায়িত্ব নিতে হবে।

বসিরহাটে মাদকপাচারকারী আবদুল বাকি পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জঙ্গি

বাংলাদেশে মাদক পাচারের অভিযোগে গত ১৬ই জুলাই শনিবার গভীর রাতে বসিরহাট সীমান্ত থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো পুলিশের একটি স্পেশাল টিম। ধৃতের নাম আবদুল বাকি মণ্ডল। গোয়েন্দাদের তদন্তে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের হয়। আবদুল পাকিস্তানে গিয়ে লস্কর-ই-তৈবা এবং জয়েশ-ই-মহম্মদের কাছ থেকে জঙ্গি প্রশিক্ষণ নেয়। ২০০৩ সালে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা বিস্ফোরণ কাণ্ডে সে অন্যতম অভিযুক্ত। ইতিপূর্বে আবদুলের হাত ধরেই পাকিস্তানের জঙ্গিরা ভারতে ঢুকে হামলা চালিয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ভারতে প্রবেশ করা জঙ্গিদের খবর নেওয়ার চেষ্টা চলছে। আবদুলের গ্রেফতারকে বড় সাফল্য বলেই গোয়েন্দা পুলিশ মনে করছে।

বসিরহাট থানার অন্তর্গত গাছা সর্দারপাড়া এলাকায় আবদুল বাকি মন্ডল ওরফে বাকিবিল্লার বাড়ি। তার বাড়ির ওপারেই বাংলাদেশ। কাঁটাতারের বেড়া নেই। শুধু সরু একটা খাল। স্থানীয়দের দাবি এই পথেই অবাধে অনুপ্রবেশ ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আবদুল ২০০৩-০৪ সালে বসিরহাট সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ হয়ে পাকিস্তানে যায়। সেখানে লস্কর-ই-তৈবা ও জয়েশ-ই-মহম্মদ-এ জঙ্গি প্রশিক্ষণ নেয়। পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সঙ্গে তার যোগ ছিল বলে জানা গেছে। প্রশিক্ষণের পর এই পথ ধরে সে বসিরহাটে ফিরে আসে। এই পথ ধরে বহু পাকিস্তানি জঙ্গিকে সে ভারতে ঢুকিয়েছে। মূলতঃ এই কাজে তাকে বহাল করা হয়েছিল। ২০০৫ সালে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়েছিল। ওই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল পাকিস্তানি জঙ্গিরা। দিল্লি পুলিশের তদন্তে আবদুল বাকি মন্ডলের নাম উঠে আসে। সেই পাকিস্তানি জঙ্গিদের বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকতে সাহায্য করে। এমন কী জঙ্গিরা তার বাড়িতেই উঠেছিল। জঙ্গিদের শিয়ালদহ স্টেশন থেকে দিল্লিগামী ট্রেনে সেই উঠিয়ে দেয়। দিল্লি থেকে লখনউ হয়ে অযোধ্যায় গিয়ে তারা বিস্ফোরণ ঘটায়। এরপর দিল্লি পুলিশের বিশেষ বাহিনী এই রাজ্য থেকে আবদুলকে গ্রেফতার করে। 'আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস্ প্রিভেনশান অ্যাক্টে' তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়. বিচারে তার যাবজ্জীবন সাজা হয়। ২০১২ সালে দিল্লি হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্ত হয়ে আবদুল বসিরহাটে ফিরে আসে। ফিরেই সে সীমান্তে চোরচালানের কাজ শুরু করে। জাল নোট, ড্রাগস্ পাচার করত সে। সেই অভিযোগে ২০১৩ সালে বসিরহাট থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সেই মামলায় জামিন পাওয়ার পর তিন বছর তার কোন হদিশ ছিল না।

সম্প্রতি, খবর আসে আবদুল বাকি মন্ডল বসিরহাট সীমান্ত দিয়ে মাদক চোরাচালান চালাচ্ছে। বসিরহাট থানার আইসি দেবাশিষ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল তৈরি করা হয়। ঘটনার দিন রাতে যখন আবদুল সীমান্ত দিয়ে গাঁজা পাচার করছিল তখন তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশের বিশেষ বাহিনী। তার কাছ থেকে ৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। বসিরহাট আদালতে তোলা হলে তাকে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। সোমবার তাকে বারাসাত আদালতে তোলা হবে। উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, মাদক পাচারের অভিযোগে আবদুল বাকি মন্ডলকে আমরা গ্রেফতার করেছি। সম্প্রতি বাংলাদেশের জঙ্গি হামলার ঘটনার সঙ্গে তার কোন যোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঢোলায় জমি দখলের চেষ্টা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঢোলা থানার অন্তর্গত জগদীশপুর গ্রাম। গ্রামটির প্রধান রাস্তার ধারে পি.ডব্লিউ.ডি-র জায়গাসহ ৫২ শতক জায়গা আছে (দাগ নং ৪৮৭)। বহু বছর আগে ওখানে বসবাসকারী মুসলমানেরা হিন্দুদেরকে জায়গাগুলি বিক্রি করে দেয়। তারপর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

গত ১৬ই জুলাই ঢোলা গ্রাম ও বের গ্রাম থেকে মুসলমানরা এসে ঐ জমি দখল করতে চায়। ঢোলা গ্রামের গিয়াসউদ্দিন লস্কর, আনাসউদ্দিন লস্কর, পানু লস্কর ও সইফুল লস্কর এবং বেরা গ্রামের নাজির মোল্লা, সেলিম মোল্লা সহ আরও অনেকে দাবি করে যে ঐ ৫২ শতক জায়গা তাদের। অবিলম্বে হিন্দু যেন ঐ জমি ছেড়ে চলে যায়। ঐ জায়গায় বসবাসকারী হিন্দুরা তাদের বৈধ কাগজপত্র দেখালেও মুসলমানেরা তা মানতে রাজি হয়নি। এরপর উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। হিন্দুদের হাতে মার খেয়ে গিয়াসউদ্দিন, নাজির মোল্লারা পালায়। হিন্দুদের পক্ষ থেকে ঢোলা থানায় একটি জেনারেল ডায়রি করা হয়েছে (জিডি নং-৮৫৫/১৬)। পরে মুসলমানরা আর ঝামেলা করতে আসেনি বলে স্থানীয় সূত্রের খবর।

১ম পাতার শেষাংশ

মুসলিম যুবকদের হাতে খুন শ্মশানযাত্রী

দেয় এবং নেতড়ায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। নেতাড়ায় আগে থেকেই ২৫-৩০ জন মুসলিম যুবক লাঠি, বাঁশ, রড, ধারালো অস্ত্র নিয়ে হাজির ছিল। গাড়ি দাঁড় করানোর সঙ্গে সঙ্গেই ঐ যুবকের দল এলোপাথাড়ি ভাবে শবযাত্রীদের মারতে থাকে। বাসুদেব থামাতে গেলে তাকে বাঁশ, রড দিয়ে মাথায়, বুকে পিঠে আঘাত করা হয়। বাসুদেব প্রচণ্ড মারে পড়ে গিয়ে সংজ্ঞা হারায়। অন্য আরও ৭যাত্রী গুরুতর জখম হয়ে। এদের সকলকেই পঞ্চগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি করা হলে রাতে বাসুদেবের মৃত্যু হয়। মৃতের দাদার অভিযোগ, এই আক্রমণ পূর্ব পরিকল্পিত। সাজিদুল ও মুজিবর আগে থেকেই খবর দিয়ে মুসলিম যুবকদের নেতড়ার মোড়ে জড়ো করেছিল। চালক ও খালাসি এই আক্রমণে নেতৃত্ব দেয়।

শ্মশানযাত্রীদের মারধোরের খবর ছড়িয়ে পড়তে উত্তেজিত মানুষ দুটি গাড়িতে ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে ডায়মন্ডহারবার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। উত্তেজনা প্রশমন করতে চালক-খালাসি সহ ৭ জন শ্মশানযাত্রীকেও পুলিশ গ্রেফতার করে। যদিও

প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি জানায়, গাড়ি ভাঙচুরের জন্য ৭ জনকে গ্রেফতার করলেও তারা দোষী নয়। কারণ মার খাওয়ার পর শ্মশানযাত্রীরা প্রাণভয়ে যে যার মতো পালিয়েছিল। পরিস্থিতি ঘুরিয়ে দিতে সাজিদুলরাই গাড়ি দুটি ভাঙচুর করে। পরদিন কোর্ট থেকে শ্মশানযাত্রীরা জামিন পেলেও সাজিদুল ও মুজিবরের ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ঘটনার পর থেকে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুরে মন্দিরে হামলা দুষ্কৃতিদের

উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদে গত ১৭ জুলাই ঠাকুরবাড়ি এলাকায় আক্রান্ত হল এক শনি মন্দির। দুষ্কৃতিরা রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে মন্দিরে হামলা চালায়। মন্দিরে ভাঙচুরের সঙ্গে সঙ্গে শনি ঠাকুরের বিগ্রহের মাথাও কেটে নিয়ে যায় হামলাকারীরা। পরদিন সকালে স্থানীয় হিন্দুরা এই দৃশ্য দেখার পর ক্ষোভে ফেটে পড়ে। উত্তেজিত জনতা অপরাধীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবীতে পথ অবরোধ করে। জনৈক এক ব্যক্তি জানান অপরাধীরা যেভাবে মন্দির ভেঙে বিগ্রহের মাথা কেটে নিয়ে গেছে তা কোন বিধর্মীদেরই কাজ হবে। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারীকেরা ঘটনাস্থলে এলে স্থানীয়রা তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। প্রশাসন দুষ্কৃতিদের গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

কিন্তু পরদিনই দুষ্কৃতিদের হামলার শিকার হল কালিয়াগঞ্জের ৭নং ভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভাঘন বটতলার হিন্দু মন্দির। হেমতাবাদের মতো এখানেও দুষ্কৃতিরা হামলার পরে বিগ্রহগুলির মাথা কেটে নিয়ে যায়। এই ঘটনা প্রকাশ হওয়া মাত্র এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। স্থানীয় হিন্দুরা কালিয়াগঞ্জ থেকে রায়গঞ্জ জাতীয়

সড়ক অবরোধ করে বলে খবর পাওয়া গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি স্থানীয় বিডিও-র সাথে এলাকায় এসে সিপিআই(এমএল) এর নেতা জগদীশ রাজরাজভড় ও কংগ্রেস নেতা উত্তম ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করে মূর্তিগুলি বিসর্জন দিয়ে দেয়। বিকালে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি সর্বদলীয় সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে একটি শান্তি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুষ্কৃতিদের গ্রেফতার করার ব্যাপারে কোন সদর্থক ইঙ্গিত না পাওয়ায় এলাকার হিন্দুরা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ বলে খবর পাওয়া গেছে।

হিন্দুদের বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট ভাঙড়ে

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়ে কাশীপুর থানার পানাপুকুর এলাকায় বেছে বেছে হিন্দুদের বাড়িতে ভাঙচুর চালালো মুসলিম দুষ্কৃতিরা। ঈদের নামাজের পরই তারা এমন জঘন্য কাণ্ড ঘটায়। গণ্ডগোল থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হয় লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ ও কাশীপুর থানার পুলিশ। হামলাকারীদের মারে দুইজন পুলিশকর্মীও জখম হয়।

ঘটনার সূত্রপাত বুধবার (৬ জুলাই) সকালে। দুদিক থেকে আসা দুটি মোটরবাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয় দুই আরোহীই। আহতদের নাম সৈফুদ্দিন মোল্লা ও সুমন ঘোষ। দুজনকেই স্থানীয় নলমুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে সৈফুদ্দিনের অবস্থার অবনতি হলে তাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই রাতে মৃত্যু হয় সৈফুদ্দিনের। এরই জেরে বৃহস্পতিবার ঈদের নামাজের শেষে সৈফুদ্দিনের বাড়ি চালতাবেড়িয়া থেকে প্রচুর মুসলমান যুবক এসে সুমন ঘোষের বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। পাশাপাশি এলাকার আরও ১৫টি বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। আক্রান্ত একটি বাড়ির এক ব্যক্তি জানান, বেছে বেছে শুধু হিন্দুদের বাড়িতেই হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতিরা। একই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে লুটপাটেরও অভিযোগ উঠেছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কাশীপুর থানার পুলিশ। কিন্তু মুসলিমদের আগ্রাসী আক্রমণের সামনে তাদের অসহায় দেখাচ্ছিল। বাধা দিতে গিয়ে আহত হন কাশীপুর থানার দুই পুলিশ কর্মী। এরপর ভাঙর থানা ও কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। কিন্তু তারাও উত্তেজিত জনগণকে আটকাতে পারেনি। উপরন্তু তাদের ছোঁড়া ইঁটে পুলিশের গাড়ি ভাঙে। বাধ্য হয়েই প্রশাসনকে র‍্যাফ নামাতে হয়। এরপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

পুলিশি পদক্ষেপে এলাকার হিন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তাদের সামনেই ভাঙচুর চালালেও পুলিশ দুষ্কৃতিদের কাউকে গ্রেফতার করেনি। অথচ তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে আহত বাইক আরোহী সুমন ঘোষকে গ্রেফতার করেছে কাশীপুর থানার পুলিশ। এ বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়নি। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

পলাতক ধর্ষক সুকুর সেখ

১৩ই জুলাই বুধবার মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা বাসস্ট্যান্ড এলাকার বাসিন্দা সুকুর সেখ এলাকারই একটি মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েকে ধর্ষণ করে। এমনকি মেয়েটিকে মারধোর করে তার কাছ থেকে টাকাপয়সা ও সোনার গহনা ছিনতাই করে।

এই ঘটনাটি নির্যাতিতা তাঁর আত্মীয়দের জানায়। আত্মীয়রা থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তার ভিত্তিতে বুধবার রাতেই সুকুর সেখকে গ্রেফতার করে বড়ঞা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবর, পরদিন ১৪ই জুলাই (বৃহস্পতিবার) হোমগার্ড নীলকান্ত চক্রবর্তী ও পুলিশ কনস্টেবল সমীরণ ঘোষ টোটোতে করে অভিযুক্তকে নিয়ে কান্দি মহকুমা আদালতে আসছিলেন। কান্দি দোহালিয়া বাইপাস এলাকায় টোটো থেকে কানা ময়ূরাক্ষী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায় ধর্ষক সুকুর সেখ। পুলিশ তার পিছনে ধাওয়া করলেও কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে

যুবতীর শ্লীলতাহানি ঃ দুষ্কৃতিকে পুলিশের হাতে তুলে দিল গ্রামবাসীরা

ঢোলা থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীনারায়ণপুর এর নাকানি গ্রামের মেয়ে প্রিয়াঙ্কা হালদার (বাবা পঞ্চানন হালদার)। গত ১৮ই জুলাই, সোমবার সকাল সাড়ে দশটার সময় প্রিয়াঙ্কা বাজার করে ফিরছিল। আউষবেড়িয়া গ্রাম পার হয়ে ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লে লক্ষ্মীনারায়ণপুরের জাহাঙ্গির নাইয়া (২৫, পিতা জামাল নাইয়া) পিছন থেকে এসে প্রিয়াঙ্কাকে জাপটে ধরে তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। জাহাঙ্গিরকে ছাড়াতে না পেরে প্রিয়াঙ্কা চিৎকার করতে থাকে। চেঁচামেচিতে মাঠের চাষিরা ছুটে এলে জাহাঙ্গির প্রিয়াঙ্কাকে ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু চাষিরা ও স্থানীয় মানুষেরা জাহাঙ্গিরকে ধরে ফেলে। প্রিয়াঙ্কার মুখে সব কথা শুনে গ্রামবাসীরা জাহাঙ্গিরকে ব্যাপক মারধোর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মেয়েটির অভিযোগের ভিত্তিতে ঢোলা থানা জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে একটি কেস দায়ের করে। পরদিন কোর্টে তোলা হলে বিচারপতি জাহাঙ্গিরকে চোদ্দ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

কাশ্মীরী হিন্দুদের পুনর্বাসনের দাবিতে তেলেঙ্গানা জনসভার উদ্বোধক তপন ঘোষ

তেলেঙ্গানা রাজ্য শিবসেনা এবং হিন্দু জনজাগৃতি সমিতি যৌথভাবে কাশ্মীরী হিন্দুদের কাশ্মীরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবিতে এক জনসভার আয়োজন করেছিল গত ৩১শে জুলাই নিজামাবাদ শহরে। এই সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ। হিন্দু সংহতির সহসভাপতি দেবদত্ত মাজিও সভায় উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিএলন হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির রাষ্ট্রীয় প্রবক্তা রমেশ সিদ্ধে, পানুন কাশ্মীর সংগঠনের প্রতিনিধি রাহুল রাজদান, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের এ্যাডভোকেট বিষ্ণু জৈন, রাষ্ট্ররক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে অনিল ধীর এবং মুরলীশর্মা এবং আরও অনেকে। সভাপতিত্ব করেন শিবসেনার তেলেঙ্গানা প্রদেশের আহ্বায়ক এন. মুরারী। জনসভার আগে একটি প্রেস্ কনফারেন্স-এর আয়োজন করা হয়েছিল।

সভায় তপন ঘোষ বলেন, ভারতের উত্তর সীমায় অবস্থিত কাশ্মীরী হিন্দুদের সমস্যা নিয়ে দক্ষিণ ভারতে আয়োজিত এই সভার দ্বারাই ভারতের জাতীয় সংহতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাশ্মীরী মুসলমানরা তাদের আচরণের দ্বারা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে তারা এই জাতীয় সংহতির বাইরে। তিনি আরও বলেন, কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত হিন্দুদের যতদিন না পূর্ণ নিরাপত্তা ও সম্মান সহকারে কাশ্মীরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে ততদিন পর্যন্ত সারা ভারতের হিন্দুদের এই সংগ্রাম চলবে এবং দেশের হিন্দুরা কোন সরকারকেই নিশ্চিন্তে বসে থাকতে দেবে না। তিনি সভায় তিনটি স্লোগান দেন— ''যবতক্ সুরজ চাঁদ রহেগা, কাশ্মীর হিন্দুস্থান রহেগা''; 'যাঁহা হুয়ে বলিদান মুখার্জী ওহ কাশ্মীর হামারা হ্যায়' এবং 'জিস্ কাশ্মীর কো খুন সে সীচা ওহ কাশ্মীর হামারা হ্যায়'।

মহিলার শ্লীলতাহানি রুখতে গিয়ে আক্রান্ত

মহিলার শ্লীলতাহানি রুখতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ ঘোলা গ্রামে উদয় বিশ্বাস (পিতা প্রফুল্ল বিশ্বাস)। দুষ্কৃতিদের মারে গুরুতর জখম উদয়বাবুকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে এবং পরে কলকাতার চিত্তরঞ্জন কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কোনরকম কেস দায়ের না হওয়ায় দুষ্কৃতিরা বুক ফুলিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঘটনার সূত্রপাত, গত ২১শে জুলাই, শুক্রবার সকাল ৯টা নাগাদ ঘোলাবাজারে রেশন ধরতে আসেন উদয় বিশ্বাস। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন ঘোলাবাজারের মধ্যে কিছু মুসলিম যুবক স্থানীয় এক হিন্দু গৃহবধূকে (২৮) মারধোর করছে ও অশালীন আচরণ করছে। আগোগোড়া প্রতিবাদী উদয়বাবু এই দৃশ্য দেখে না থাকতে পেরে প্রতিবাদ করতে এগিয়ে যান। তখন দুষ্কৃতিরা গৃহবধূকে ছেড়ে উদয়বাবুর উপর চড়াও হয়। উদয়বাবুকে মারধোর করলে তিনি একাই দুষ্কৃতিদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান। এমতাবস্থায় মুসলিম যুবকেরা শান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে নিজ গ্রাম বেলগাছিতে চলে যায়। এরপর উদয়বাবু রেশন দোকানে রেশন ধরতে চলে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে পার্শ্ববর্তী মিদ্দাপাড়া থেকে ৫০/৬০ জন মুসলিম যুবক যারা ছিল নাসের মিদ্দা, পীয়ার মিদ্দা ও তার পরিবার এবং তাদের পাড়াপ্রতিবেশী। বাজারে এসে অতর্কিতে উদয় বিশ্বাসকে কিল, লাথি, ঘুষি এবং ইঁট দিয়ে মারতে থাকে। এতে উদয় বিশ্বাস অচেতন হয়ে পড়ে। এরপর স্থানীয় হিন্দু যুবকেরা ও উদয়বাবুর স্ত্রী উদয় বিশ্বাসকে বারুইপুর মহকুমা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে। হাড়ে প্রচুর আঘাত লাগায় এবং সেখানে ঠিকমতো চিকিৎসা না হওয়ায় উদয় বিশ্বাসকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়।

অদ্ভূতরকমভাবে দিনেরবেলায় প্রকাশ্য রাজপথে এতবড় ঘটনাটি ঘটল কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এল না। এমনকি থানায় দুষ্কৃতিদের নামে কেউ অভিযোগও করেনি। ৭ বছর আগে মিদ্দাপাড়ার ঐ দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে বারুইপুর থানায় কেস করেছিল উদয় বিশ্বাস। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। উল্টে তাকে ও তার পরিবারকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়। তাই তিনি তখন কিছু করতে পারেননি। সেই কেস এখনও আছে। বর্তমানে পুলিশ ও হিন্দু সমাজের উপর অভিমান ও ক্ষোভের কারণে কোন কেস করতে রাজি হননি। খবর পেয়ে হিন্দু সংহতির দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রতিনিধি রাজকুমার সরদার হাসপাতালে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে এবংপাশে থাকার ও সবরকম সাহায্য দেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু মানসিকভাবে বিপর্যস্ত উদয় বিশ্বাস এর পরেও দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে কেস করতে রাজি হননি।

বাংলাদেশে উগ্রপন্থী হানার পরই নড়েচড়ে বসল পুলিশ

গত ১৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগণার বাগদা থেকে পাঁচ বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ধৃতদের নাম শাহাজান আলি, সাজিমুল আলি, সম্রাট আলি, সাহিল আলি, ইসরাফিল আলি। বাগদা থানার পুলিশ বুধবার সন্ধ্যায় বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি চালায়। অবশেষে পাঁচজনই ধরা পড়ল পাথুরিয়া নামক একটি জায়গা থেকে। বৃহস্পতিবার তাদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ছাত্রীর শ্লীলতাহানিতে গ্রেফতার কলেজ শিক্ষক

দুই ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক কলেজ শিক্ষককে গ্রেফতার করলো দেগঙ্গা থানার পুলিশ। গত ১৯শে জুলাই মঙ্গলবার রাতে বেড়াচাঁপার জগদীশচন্দ্র পলিটেকনিক কলেজ থেকে মারুফ আহমেদ নামে ঐ শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে অভিযুক্ত শিক্ষক কলেজের ভোকেশনাল কোর্সের আংশিক সময়ের ইংরাজী বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। অভিযুক্ত ওই শিক্ষক সিপিএম-এর দেগঙ্গা পূর্ব লোকাল কমিটির সদস্য বলেও জানা যায়।

মঙ্গলবার ঘটনাটি জানাজানি হতেই কলেজে উত্তেজনা ছড়ায়। শিক্ষকের গ্রেফতার ও উপযুক্ত শাস্তির দাবীতে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত দফায় দফায় ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে দেগঙ্গা থানার সিআই প্রসেনজিৎ বিশ্বাস কলেজে আসেন। তাঁকে ঘিরেও ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। দীর্ঘ আলোচনার পর দুই ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে রাত ৯টার সময় গ্রেফতার করা হয় ওই শিক্ষককে।

সূত্রের খবর, অভিযুক্ত মারুফ আহমেদ কলেজের দুই ছাত্রীকে একাধিকবার শ্লীলতাহানি করেছেন বলে অভিযোগ। শেষবার এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে জুলাই মাসের ১ তারিখে। ওইদিন এক ছাত্রীকে কলেজের একটি ফাঁকা ঘরে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। অপর আর এক ছাত্রীর সঙ্গেও তিনি একাধিকবার অশালীন ব্যবহার করেছেন। জগদীশচন্দ্র পলিটেকনিক কলেজের অফিসার-ইন-চার্জ গৌরহরি বিশ্বাস বলেন, লিখিত অভিযোগে দুই ছাত্রী দাবি করেছে সিপিএম-এর প্রভাবশালী নেতা হওয়ায় তারা ভয়ে মুখ খুলতে পারেনি। কিন্তু একাধিকবার একই ঘটনা ঘটায় তারা বাধ্য হয়ে কলেজের ছাত্র সংসদকে জানায়। ছাত্র সংসদ শিক্ষকদের কাছে বিষয়টি জানায়। প্রবল চাপের কাছে মারুফ আহমেদ তার অপরাধ স্বীকার করেছে। এরপরই পড়ুয়ারা শিক্ষকের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। অবশেষে দুই ছাত্রীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মারুফ আহমেদকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে এ.বি. ও পসকো আইনে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। বুধবার তাকে বারাসাত আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

ল্যাপটপ ও নথিসহ গ্রেফতার বাংলাদেশি

২৫শে জুলাই উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে পাঁচ বাংলাদেশি যুবককে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। জিআরপি ওসির নেতৃত্বে তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তদন্ত করে দেখা গেল এরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে এসেছে, এদের কাছে মিলল একটি ল্যাপটপ এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি।

ধৃতদের নাম তারিক হোসেন (২৫), বাংলাদেশের ঝিনাইদহে বাড়ি, ইব্রাহিম খলিল (২২) বাড়ি মির্জাপুরে, সাহারপুরের আমিনুলাহ খান (২৩), বাগেরহাটের বাসিন্দা আবু মুসা (১৮), এবং পিরোজপুরের বাসিন্দা আবুল কাওলা। সোমবার অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে আসার জন্য বিকাল ৫টা নাগাদ স্টেশন চত্বর থেকে গ্রেফতার করে জিআরপি। মঙ্গলবার তাদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতদের সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

অস্ত্রসহ গ্রেফতার ডায়মন্ডহারবারে

সোমবার (২৫শে জুলাই) রাতে ডায়মন্ডহারবারের স্থানীয় লালবাটি গ্রামে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল কয়েকজন দুষ্কৃতি। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে। দুষ্কৃতিদের মধ্যে কয়েকজন পালিয়ে গেলেও ২ জন ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। তাদের নাম সাবিরুল গাজি ও আব্বাসউদ্দিন সাঁফুই। দুজনই নেতড়ার বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে ১টি পাইপগান, ১ রাউন্ড গুলি ও একটি মোটরসাইকেল। পুলিশ তাদের টানা জেরা করে। জানা যায় রবিবার (২৪শে জুলাই) সন্ধ্যায় কালীনগরে প্রাথমিক শিক্ষাক তাপস তংয়ের বাড়ি থেকে ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের জিনিসপত্র চুরি করে তারা। এইরকম গত পাঁচ ছয় মাস ধরে তারা চুরি করে যাচ্ছে। পুলিশ সেই থেকেই গোপনে খোঁজখবর চালাচ্ছিল। অবশেষে দুষ্কৃতিরা পুলিশের পাতা জালে জড়িয়ে পড়ল।

মঙ্গলবার ধৃতদের ডায়মন্ড হারবার কোর্টে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

১ম পাতার শেষাংশ

র‍্যাফ নামল মগরাহাটে

ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা মুসলিম ছাত্রদের মারধোর করে স্কুলের বাইরে বের করে দেয়। পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হয়ে ওঠে। এই সময়ে মুলটি গ্রামের বেশ কয়েকজন হিন্দু যুবক রবি সরদার, সুজিত সরদার, সুদীপ সেনগুপ্ত, বিক্রম দত্ত, দেবব্রত হালদার সহ আরো অনেকে ঘটনাস্থলে আসে। তারা স্কুলে ঝামেলা না করে মুসলিমদের চলে যেতে বলে। উভয়পক্ষের বচসা থেকে মারামারি শুরু হয়। বাধ্য হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ মগরাহাট থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে মগরাহাট থানা, উস্তি থানা থেকে পুলিশ আসে। ডায়মন্ডহারবারের এসডিপিও রূপান্তর সেনগুপ্ত ঘটনাস্থলে আসেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই র‍্যাফ ও পুলিশ এসে উত্তেজিত জনতাকে হটিয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠি চালায়। শূন্যে গুলিও ছোঁড়ে। অভিভাবকরা এরপর স্কুল চত্বর ছেড়ে চলে যায়। এলাকা এখন শান্ত আছে।

কিন্তু রবিবার ২৪শে জুলাই সকাল থেকেই আশপাশের গ্রামের মুসলিমরা মুলটি গ্রামের পাশে জড়ো হতে থাকে। সংখ্যায় তারা হাজার-দেড় হাজার ছিল। খবর পেয়ে পুলিশ এলে মুসলিমরা তাদের উপর চড়াও হয়। তাদের মারে চারজন পুলিশ গুরুতর জখম হয়। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। পুলিশের রাইফেল ছিনতাইয়ের অভিযোগ ওঠে মুসলিমদের বিরুদ্ধে। অবশিষ্ট পুলিশরা তখন স্থানীয় হিন্দু সংহতি কর্মীদের কাছে এসে আশ্রয় করে নেয়। এই সময়ে সংহতির কর্মীরাও প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সংহতির কর্মীদের প্রতিরোধে মুসলিমরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই সময় মুসলিমরা উত্তম সরদার নামে এক ব্যক্তির দোকানঘর ভাঙচুর করে। সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করলে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ নামানো হয়। র‍্যাফ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে উভয়পক্ষকে ছত্রখান করে দেয়। ঘটনাস্থল থেকে ১৫ জন মুসলিম ও ৯ জন হিন্দুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিশেষ সূত্রের খবর পুলিশ নিজে থেকেই উভয় সম্প্রদায়ের লোকেদের বিরুদ্ধে একটি কেস দায়ের করে (কেস নং—জিআর ২৮৭০/১৬, ধারা—১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৮৬, ৩৩৩, ৩৫৩, ৩০৭, ৪২৭)। পরদিন ডায়মন্ডহারবার কোর্টে তোলা হলে সকলেরই ১৪ দিনের জেল হেফাজত হয়।

ঊনসানির মন্দিরে সভা করলেন সংহতি সভাপতি

গত ২৪শে জুলাই হাওড়া জেলার ঊনসানি শিবমন্দির লাগোয়া চাতালে প্রায় ২৫০ জন যুবকের উপস্থিতিতে এক ঘরোয়া সভা করলেন হিদু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ। কয়েকদিন আগে দুইল্যা অঞ্চলে দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সংঘর্ষ হয় তাতে ঊনসানির সংখ্যালঘুরা জড়িত ছিল। এরও আগে মন্দিরে নোংরা ফেলে তারা তাদের জঘন্য মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। স্বভাবতই এলাকার সাধারণ হিন্দুরা এই আচরণে ক্ষিপ্ত ছিল। তারা চেয়েছিল হিন্দু সংহতির সভাপতিকে নিয়ে এলাকায় একটা মিটিং করা এবং তাদের বর্তমান সমস্যার কথা তুলে ধরা।

ঊনসানি ষষ্ঠীতলা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। প্রায়ই সংখ্যালঘুরা ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে বদমায়েশি করে থাকে। এতদিন এলাকার হিন্দু যুবকরা নীরবে তা সহ্য করেছে। কিন্তু এবারে তারা সংকল্প করেছে হিন্দু সংহতির ছত্রছায়ায় থেকে সমস্তরকম অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিকার করবে। তপন ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন, শুধু ঊনসানি নয়, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র হিন্দুরা অন্যায়ের শিকার হচ্ছে। শুধুমাত্র প্রশাসন আর পুলিশের উপর নির্ভর করে হিন্দুরা আর বাঁচতে পারবে না। তাই দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে হবে হিন্দু যুব সমাজকে। এ ব্যাপারে তিনি ঊনসানির যুবকভাইদের সমস্তরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির উপদেষ্টা চিত্তরঞ্জন দে, সহসভাপতি সমীর গুহরায়, হাওড়া অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী মুকুন্দ কোলে প্রমুখ। অশোক ঘোষ ও গোপাল মালিকের তত্ত্বাবধানে সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

হিন্দুদের গরু কাটার মতো কাটা হবে ঃ পোস্টার দুর্গাপুরে

জঙ্গি ধরা পড়ার পরই আইএসের নামে পোস্টার। ২৪শে জুলাই (রবিবার) আইএসের হুমকির পোস্টার দুর্গাপুরে। বিভিন্ন এলাকায় 'হিন্দুদের গোরু কাটার মতো কাটা হবে' এইরকমই পোস্টার উদ্ধার করলো ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি নিয়ে বিশেষ চাঞ্চল্য ছড়ায়। শহরের বেনাচিতি, মসজিদ মহল্লা এলাকায় পুলিশি টহল শুরু হয়েছে।

তবে পোস্টারগুলি জেরক্স করা কাগজে বাংলা, হিন্দি এবং ইংরাজিতে লেখা হয়েছে। জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ দিয়ে হিন্দুদের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য গত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ কাঁকসার গোপালপুর থেকে আইএস জঙ্গিকে গ্রেফতার করে এনআইএ। ছেলেটির নাম আসিফ আহমেদ, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। গ্রামের এক ভাড়া বাড়িতে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগযোগ রাখতো। এরপর থেকেই পুলিশের মনে সন্দেহ হতে শুরু করে।

২১শে জুলাই রাতে দুর্গাপুরের ধান্তাবাগে এক ভাড়া বাড়ি থেকে সাহিদ মনির খান নামে এক বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় ধৃত মনির হিন্দু পরিচয়ে (দুলাল নামে) থাকত। সে মুম্বইয়ে বিভিন্ন হোটেলের বারে নর্তকী জোগান দিত। এছাড়াও পাথর খাদানের ক্র্যাশার মেশিনের ডিজাইনারের সুবাদে ঝাড়খন্ডেও কিছুদিন ছিল। সেখানে সে অচিন্ত্য নামে থাকত। দুর্গাপুরে তার সঙ্গে এক মহিলা তার স্ত্রীর পরিচয়ে থাকত পুলিশ যাতে অস্বাভাবিক কিছু সন্দেহ না করে। ধৃতের বাড়ি বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুর জেলার ভবানীগঞ্জের চরমনসা গ্রামে।

পুলিশের ধারণা, পানাগড় সেনাছাউনি ও তৎসংলগ্ন এলাকা নজরে রয়েছে আইএসের, তাই দুর্গাপুরে ও তার আশেপাশের বিভিন্ন এলাকাগুলো বেছে নিয়েছে জঙ্গিরা। আবার এদিনের আইএসের পোস্টারে এই জেহাদি বার্তা তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

বারাসত থেকে ধৃত চার বাংলাদেশী

গত ২৫শে জুলাই চারজন বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করলো দত্তপুকুর থানার পুলিশ। তারা জাল নথি তৈরি করতো। ধৃতদের নাম সোহরাব হোসেন, আখতারুজ্জামান, ইউনুস আলি এবং আলুফ বিবি। ধৃতদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে অসংখ্য জালভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাঙ্কের পাশবই। এমনকি বহু জাল পাসপোর্টও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পুলিশি সূত্রে জানা যায়, ধৃতরা বাংলাদেশের যশোর, সাতক্ষীরা এবং খুলনা জেলার ঝাউডাঙা, কেশবপুর ও বটিয়াঘাটার বাসিন্দা। পরেরদিন ধৃতদের বারাসাত আদালতে তোলা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

গোপনসূত্রে দত্তপুকুর থানার পুলিশ খবর পায়, কদম্বগাছি নামক এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে কয়েকজন বাংলাদেশি কয়েকমাস ধরে বসবাস করছে। আরও বুঝতে পারে তারা কোন অসৎ কাজের সঙ্গে লিপ্ত আছে, এরপর থেকেই পুলিশ নজরদারি শুরু করে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ চারজনকে ধরতে পেরেছে।

কাশ্মীরে সেনার গুলিতে মৃত্যু পাক জঙ্গির

২৬শে জুলাই (মঙ্গলবার) কাশ্মীরের কুপওয়াড়া জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখার কাছে এক সংঘর্ষে ৪ জন পাকিস্তানি জঙ্গিকে মারলো ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষীরা। কাশ্মীর দখল নিয়ে পাকিস্তানের চক্রান্ত আরো একবার ফাঁস করে দিল ভারতীয় সেনারা। গ্রেফতার করা হয়েছে এক সন্ত্রাসীকে। নিহত জঙ্গিরা সবাই বিদেশী নাগরিক। আশা করা যায় ধৃত জঙ্গির কাছ থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করা যাবে। সেনা সূত্রে খবর পাওয়া যায়, তাদের সঙ্গে জঙ্গিদের সংঘর্ষ প্রায় একদিন ধরে চলে।

থমকে দাঁড়িয়ে অমরনাথ তীর্থযাত্রা

নিরাপত্তারক্ষীর গুলিতে জঙ্গি মৃত্যু ঘিরে উত্তাল কাশ্মীর

হিজবুল মুজাহিদিন নেতা বুরহান ওয়ানি নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হবার পরই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি কাশ্মীরে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কাশ্মীরের নানা প্রান্তে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। ইঁট, পাথর, লাঠি নিয়ে হিংস্র উন্মাদনায় মেতে উঠেছে সেখানকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা। সর্বত্রই নিরাপত্তরক্ষীদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। কোন কোন জায়গায় ধারালো অস্ত্র ও গ্রেনেড নিয়েও হামলা চালিয়েছে তারা। শ্রীনগরের নওহাট্টা এলাকায় সিআরপিএফ-এর কনভয়ে গ্রেনেড হামলায় আহত হয়েছে ১২ জন জওয়ান। বাধ্য হয়েই নিরাপত্তারক্ষীদের গুলি চালাতে হয়। ফলে নিরাপত্তারক্ষী ও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু কে এই বুরহান ওয়ানি? হিজবুল মুজাহিদিনের এই জঙ্গি নেতা কট্টর পাকিস্তানপন্থী। পাকিস্তানের জঙ্গি নেতাদের সঙ্গে গোপনে তার যোগাযোগ ছিল তা জানা গেছে। ভূস্বর্গে জঙ্গি কার্যকলাপ সক্রিয় রাখার দায়িত্বে ছিল বুরহান। এমন এক জঙ্গির মৃত্যুতে পাকিস্তান যে নড়েচড়ে বসবে, তাতে সন্দেহ কী? বুরহানের মৃত্যুতে

কাশ্মীরে যে হিংসা ছড়িয়েছে তাতে পাকিস্তানের মদত রয়েছে বলে গোয়েন্দারা জানতে পারেন। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে একটি সভা করে লস্কর-ই-তৈবার প্রধান হাফিজ সঈদ ও হিজুবল মুজাহিদিনের নেতা সৈয়দ সালাউদ্দিন। ওই সভায় হাফিজ বলেছেন, 'এক বুরহানের মৃত্যুতে অনেক বুরহান জন্ম নেবে।' এরপরই কাশ্মীর উপত্যকায় হিংসার আগুন বহুগুণ বেড়ে যায়।

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুখে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি শোনা গেছে। ভারতের পতাকাও তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে নামিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ। ক্রমাগত তারা ইঁট, পাথর, ধারালো অস্ত্র ও বোমা নিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় বেশ কয়েকটি জায়গায় নিরাপত্তারক্ষীরা গুলি চালাতে বাধ্য হয়। তাতে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। নিজেদের ছোঁড়া পাথরের ঘায়ে আহত হয়েছে শতাধিক কাশ্মীরী যুবক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সেখানে লাগাতার কার্ফু জারি করেছে সেনা। এমন কি স্কুল-কলেজও সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন।

এদিকে হিন্দুদের অন্যতম তীর্থস্থান অমরনাথ যাত্রার এটাই সময়। কিন্তু যাত্রীদের নিরাপত্তার খাতিরে প্রাথমিকভাবে তা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। জনৈক তীর্থযাত্রী হতাশা প্রকাশ করে বলেন, এক জঙ্গির মৃত্যুতে কাশ্মীরীরা যে নারকীয় তাণ্ডব দেখালো তা খুবই দুঃখজনক। এ থেকেই বোঝা যায় এরা ভারতে বাস করলেও ভারত এদের দেশ নয়।

হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ বলেন, 'অমরনাথ যাত্রা বানচাল করে দেওয়াটাও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের লক্ষ্য। রাজনৈতিক মদতেই এদের আজ এত বাড়বাড়ন্ত। এরা ভারতে বাস করলেও পাকিস্তানের সমর্থক। এরা জঙ্গিদের শুধু সমর্থনই করে না, নিজেরাও জঙ্গিপনায় অংশ নেয়।' তিনি আরও বলেন, অবিলম্বে কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিল করা উচিত। কলকাতায় বুরহানের মৃত্যুতে ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থনে জেএনইউ-র নকশালপন্থী ও বামপন্থী ছাত্রছাত্রীরা মিছিল বের করলে তপন ঘোষ তাদেরকে দেশদ্রোহী বলে কটাক্ষ করেন।

উচ্চবর্ণের এই আচরণ হিন্দুর পক্ষে লজ্জাজনক

দেশরক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন কাশ্মীরে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই, সীমান্তের ওপার থেকে ছুটে আসা গুলি, মর্টারের মোকাবিলা করে প্রাণ হাতে নিয়ে সীমান্ত পাহারা দিতেন সিআরপিএফ জওয়ান বীর সিং। কিন্তু যে দেশের মাটি রক্ষার জন্য তিনি নিজের জীবন দিলেন সেই দেশের মাটিতে তাঁর শেষকৃত্যের জন্য সামান্য জমি দিতে অস্বীকার করল বীর সিং-এর গ্রামের উচ্চবর্ণের মানুষ।

গত ২৫শে জুন কাশ্মীরের পাম্পোরে সিআরপিএফ-এর কনভয়ে হামলা চালিয়ে ছিল জঙ্গিরা। এতে ১২ জন নিরাপত্তারক্ষী নিহত হয়। এদের মধ্যে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের নামলা কেওয়াল গ্রামের জওয়ান বীর সিং। দেশরক্ষায় হত বীর নায়ক বীর সিং-এর মরদের তার গ্রামে আসতেই যত বিপত্তি শুরু হয়। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য একটু জায়গার দরকার ছিল। কিন্তু বীর সিং- 'ছোট জাত' বলে গ্রামের উচ্চবর্ণের মানুষ জমি দিতে অস্বীকার করে। তাদের বক্তব্য, বীর সিং নীচু জাতের বলে তার শেষকৃত্যে জমি দেওয়া যাবে না। নাগলা কেওয়াল গ্রামের উচ্চবর্ণের লোকের এ হেন আচরণে অনেক বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃবর্গ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। হিন্দু সংহতির কর্ণধার তপন ঘোষ বলেন, 'ঘটনার সত্যতা যাচাই করার পরই এ ব্যাপারে কিছু বলা যাবে। তবে সত্যি যদি এমন কিছু ঘটে থাকে তবে তা অত্যন্ত দুঃখজনক, লজ্জাজনকও বটে।' তিনি বীর সিং-এর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

বাংলাদেশে হিন্দু পরিবারের জমি দখল

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত। সম্প্রতি নবীনগর পৌর এলাকার ভোলাবং পান পাড়ায় অসহায় এক হিন্দু পরিবারের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালাল মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা। বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করে হিন্দু পরিবারটিকে বাড়ি থেকে উৎখাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

গত ১৮ই জুলাই রবিবার আকস্মিক এই হামলায় আতঙ্কিত ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে ওই পরিবারের দুই মহিলা। পরিবারের একমাত্র পুরুষ হারাধন পাল মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় তিনিও বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়েন। সন্ত্রাসীরা বাড়িতে প্রবেশ করে ঘরের জিনিসপত্র বাইরে ফেলে দেয় বলে পরিবারটির অভিযোগ। তাদের বেশকিছু মূল্যবান জিনিস লুটও করা হয়েছে। দুষ্কৃতিদের বাধা দিয়ে তাদের হাতে লাঞ্ছিত হন হারাধনবাবুর স্ত্রী ও মেয়ে। তাদেরকে মারধোরও করা হয় বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতিরা সংখ্যায় অনেক ছিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুরো ঘরটি ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেবার পর তাদের জোর করে ভিটেমাটি থেকে বের করে দেওয়া হয় বলে হারাধনবাবুর স্ত্রী জানান।

ভাঙচুর ও মারধোরের ঘটনায় হারাধনের স্ত্রী মায়ারাণী পাল সোমবার দুপুরে নবীনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। নবীনগর থানার অফিসার-ইন-চার্জ ইমতিয়াজ আহম্মদ জানান, আমি অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শ্মশানের জমি দখল করে কসাইখানা

বাংলাদেশের মানিকগঞ্জের হরিরামপুরে শ্মশানের জায়গা অবৈধভাবে দখল করে কসাইখানা নির্মাণ করল সে দেশে সংখ্যাগুরু মুসলিমরা। ঘটনায় সে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা ক্ষোভে-দুঃখে দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশের প্রশাসন হিন্দুদের মৌখিক আশ্বাস দিলেও কসাইখানা বন্ধের কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। হরিরামপুর থানার বলড়া ও মানিকগঞ্জ সদরের ভাড়ারিয়ার দুটো শ্মশানের জায়গাসহ মধ্যবর্তী মরা নদী সংলগ্ন জমিতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই অবৈধভাবে কসাইখানা তৈরি করা হয়েছে। হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার পাশাপাশি বড় ধরণের হামলার আশঙ্কায় হিন্দুরা ভয়ে প্রতিবাদটুকুও করতে পারছে না।

বলড়া ভাড়ারিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে ঐ কসাইখানা তৈরি করা হয়েছে বলে স্থানীয় হিন্দুদের অভিযোগ। প্রথমে শুধু বাঁশ ও টিন দিয়ে ঘর তোলা হয়। পরে তা পাকাপোক্ত করে তৈরি করা হয়। পশু জবাই করার পর বর্জ্য শ্মশানের জমিতে ফেলা হচ্ছে। স্থানীয় শ্রীশ্রী রাধারমন জিউর মন্দিরের পরিচালক অশোক কুমার গোস্বামী বলেন, 'দক্ষিণ মানিকগঞ্জে এটিই একমাত্র ঐতিহ্যবাহী শ্মশানঘাট। বিগত দুশো বছর ধরে শ্মশান হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এস এ রেকর্ডেও শ্মশান হিসাবে হিন্দু সাধারণের জন্য ব্যবহার্য হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। ২১ বছর আগে এলাকার জনৈক ডা. সালাম চৌধুরী বড়লা শ্মশানের জমিসহ খাসজমিতে রাতারাতি জবরদখল করে ঘর তুলেছিলেন। তখন প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ঘরটি উচ্ছেদ করা হয়। এই কসাইখানা তৈরির পিছনে এর একটা রেশ থাকতে পারে বলেও অনেকে মনে করছেন।"

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা খোরশেধ আলম বলেন, ওই শ্মশান প্রায় দুশো বছরের পুরানো। ভূমি অফিসের রেকর্ডেও ওটি শ্মশান বলে উল্লেখ করা আছে। শ্মশানের জায়গায় জোর করে কসাইখানা হলে হিন্দুদের ধর্মের উপর আঘাত হানা হবে বলে তিনি মনে করেন। এ নিয়ে বড়লা ইউপি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলবেন বলে তিনি জানান।

প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের সমস্ত বিষয়টি জানানোর পরও কসাইখানা বন্ধের কোন উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। স্থানীয় হিন্দুরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যেভাবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে তাতে আগামীদিনে পুরো শ্মশানের জমি দখল হয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই অবস্থায় ঐ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া হিন্দুদের আর কোন পথ থাকবে না।

হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে জেহাদ চলবে

বাংলাদেশে ১০টি মন্দির ভাঙা হবে এই বলে চিঠিতে হুমকি আইএসের। ১৪ই জুলাই (বৃহস্পতিবার) সমুদ্র শহর কক্সবাজারে পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের প্রধান কার্যালয়ে একটি রেজিস্ট্রি চিঠি আসে, তাতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, ''আগামী ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে শহরের ১০টি মন্দিরে একের পর এক হামলা চলবে। যতদিন পর্যন্ত হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করবে,ততদিন পর্যন্ত এই জেহাদ চলবে। আল্লাহু আকবরের নামে সব মন্দিরের পুরোহিত, সভাপতি, সেক্রেটারিদের খুঁজে খুঁজে বের করে খুন করা হবে। যত বড় প্রশাসনই আসুক না কেন, কেউই আমাদের হাত থেকে মন্দির কিংবা পুরোহিতদের রক্ষা করতে পারবে না। এমনকি তারা কোন কোন মন্দিরে হামলা করবে তার নামও উল্লেখ করা আছে চিঠিতে। সেগুলো হলো—ব্রাহ্ম মন্দির, কালীবাড়ি, সরস্বতী বাড়ি, লোকনাথ সেবাশ্রম, অনুকূলচন্দ্রের আশ্রম, ইসকন মন্দির, কৃষ্ণানন্দধাম, শংকর মঠ ও রামকৃষ্ণ মন্দির এবং মহেশখালির আদিনাথ মন্দির।

একের পর এক পুরোহিত-সেবায়েত হত্যাকাণ্ড এবং গুলশন ও শোলাকিয়ার হামলার পর এই চিঠি পাওয়ায় ওখানকার হিন্দুরা ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে। তবে কক্সবাজার থানার ওসি আসলাম হোসেন জানান, ''চিঠিটা কোন কাঁচা হাতে লেখা ও অসংখ্য বানান ভুল।'' মন্দিরগুলোতে পুলিশি টহল জোরদার করা হয়েছে বলে জানান ওসি।

ছেলে নয় এবার মেয়ে জঙ্গি গ্রেফতার

২৩শে জুলাই বাংলাদেশের উত্তরের জেলা সিরাজগঞ্জ শহরের মাসুমপুর থেকে চারজন মহিলা জঙ্গিতে গ্রেফতার করলো বাংলাদেশ পুলিশ। এই চারজনের সাথে উদ্ধার করা হয়েছে গ্রেনেড তৈরির সরঞ্জাম, বোমা ও জঙ্গিবাদের উস্কানিমূলক বই।

পুলিশ আগে থেকেই খবর পেয়েছিল, উত্তরপাড়ার হুকুম আলির বাড়িতে জেএমবি সদস্যদের গোপন বৈঠক হয়। তারপর সেখানে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল গোপন তদন্ত শুরু করে। ঠিক সেখান থেকেই ধরা পড়ে নাদিরা, হাবিবা, রুনা এবং রুমা নামক চার মহিলা জঙ্গি। এই মহিলারা আত্মঘাতী দলের সদস্য কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়ায় প্রশাসনের ধারণা হয়তো কোন নাশকতা ঘটাতেই এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে।

উচ্ছেদের আতঙ্ক হিন্দু মণিপুরীদেরও

বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দু মণিপুরিরা উচ্ছেদের আতঙ্কে রাত কাটাচ্ছে। গত ২৭শে জুলাই তাদের কাছেও পৌঁছে গিয়েছে উচ্ছেদের চিঠি। জঙ্গিদের ভয়ে তারা তাঁদের প্রাচীন, পবিত্র কালীস্থানে পূজা-অর্চনাও করতে পারছেন না। কারণটা ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের হুঙ্কার বাপ-দাদার ভিটে তাদের ছাড়তে হবে নতুবা জীবন দিতে হবে।

বুধবার বাংলাদেশের সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার রাসনগর ও ধনীটিলার নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী মণিপুরি সিলেট জেলা প্রেসক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে মণিপুরিরা প্রশাসনের কাছে একটা দরখাস্ত লিখে জমা দেয়, এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপের দাবি করেছেন।

কাফের হত্যা জান্নাত যাওয়ার পথ, জানাল জঙ্গি

''আয় তোরা আয়, তোদেরকে আমরা হত্যা করবো। তোদের হত্যা করে আমরা জান্নাতে যাব। তোমরা ভয় পাইও না। যে একজন কাফেরকে মারবে সে কখনও জাহান্নামে যাবে না।'' এইরকমই উক্তি উঠল বাংলাদেশের জঙ্গিদের কথায়। ৩১শে জুলাই ঢাকার কল্যাণপুরের জাহাজ বাড়ি ও তার আশপাশের পুলিশ ঘিরে ফেলেছে, জঙ্গিরা এটা বুঝতে পেরে পুলিশকে তারা গালিগালাজ করে। শুধু গালিগালাজ নয় জঙ্গিরা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমাও ছুঁড়তে থাকে। পুলিশও তখন পাল্টা গুলি চালায়। এরপই জঙ্গিরা উপরে উল্লিখিত কথাগুলি বলে।

পুলিশ রাকিবুল হাসান নামক একজন জঙ্গিকে আটক করে তামিম চৌধুরী নামক একজন জেএমবি-র শীর্ষস্থানীয় নেতার নাম জানা গেছে। তামিম চৌধুরী বিদেশে অর্থ ও অস্ত্রের সমন্বয়কারী। সে কানাডার নাগরিক কিন্তু বেশিরভাগ সময় মধ্যপ্রাচ্যেই থাকত। এর সঙ্গে ইকবাল, খালিদ, মামুন, বাদল ও আজাদের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। এদের ছক ছিল ২২শে জুলাই (শুক্রবার) জুম্মার নামাজের সময় মহম্মদ ও মিরপুরের একটি মসজিদে হামলা করার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে সাব্বিরুল হক কণিকের বাড়ি ও পরিবার সম্পর্কে জানা যায়নি।

বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ধারালো অস্ত্রের কোপ সন্ত্রাসীদের

বাংলাদেশের কক্সবাজার শহরে উইমাহ্লাটারা ক্যাং-এর বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপালো সন্ত্রাসীরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ক্যাং পরিচালনা কমিটি জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ হামলা হয়েছে বলে দাবী করেন।

১৩ই জুলাই ভোর ৫টার দিকে শহরের উইমাহ্লাটারার ক্যাং-এর বৌদ্ধ ভিক্ষু উপেনদিতা (৭৭) কে ক্যাং-এর ভিতর ঢুকে সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে পালায়। ঘটনার সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুকের সেবায় নিয়োজিত থাকা ৯ বছরের ছেলে খুইসা মং বলেন, ভোরবেলা ভান্তের কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তি গেট খুলতে বললে আমি গেট খুলে দিই। ঐ ব্যক্তি আমাকে টাকা দিয়ে নাস্তা আনতে বললে আমি দোকানে যাই। ফিরে এসে দেখি লোকটি নেই, ভিক্ষু উপেনদিতা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। ক্যাং-এর আবাসিক ছাত্র অংছাইং মারমা বলেন, ভিক্ষুর চিৎকার শুনে আমি দ্রুত সেখানে এলে সন্ত্রাসীরা আমায় বাধা দেয়। তখন বাইরে এসে লোকজন ডেকে আনি। ততক্ষণে সন্ত্রাসীরা

পালিয়েছে। মারমার কথা থেকেই স্পষ্ট সন্ত্রাসারী এক নয়, একাধিক ছিল।

বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রফিকুল ইসলাম জানান, ভিক্ষুর মাথায় ৪টি ও চোখের উপর ২টি কোপের জখম আছে। এছাড়া তাঁর দুটি হাতই ভাঙা। হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা চলছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

কক্সবাজার জেলা অধিকারী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মং থেনহ্লা জানান, এ ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত। অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। তবে স্থানীয়দের ধারণা, সম্প্রতি সময়ে সংগঠিত হিন্দু ও বৌদ্ধদের উপর ধারাবাহিক আক্রমণের মতো একটি ঘটনা এই হামলা।

হিন্দু পুরোহিতকে জবাই করে হত্যার হুমকি

বাংলাদেশের দক্ষিণের জেলা নোয়াখালির কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা সিরাজপুর ইউনিয়নের যুগিদিয়া গ্রামের শ্রীশ্রী কালী মন্দিরের পুরোহিত শিবপ্রসাদ ও মন্দিরের সেবায়েত লিটনকে গলা কেটে হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে জঙ্গিরা। ঘটনাটি ১৭ জুলাই (রবিবার) সকালে তারা কোম্পানিগঞ্জ থানায় ডায়েরি যোগে অভিযোগ করেছেন।

বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে মন্দিরের গেটের ভেতর থেকে চিঠিটা পাওয়া যায়। তাতে লেখা ছিল ''আশীর্বাদ ঠাকুর লিটন ও কালীবাড়ির সেবায়েত দু'জনকে জবাই করে হত্যা করা হবে।'' পুলিশকে ঘটনাটি জানানোর পর ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে চিঠিটা উদ্ধার করে।

এর আগে শনিবার পার্শ্ববর্তী জেলা বরিশালে পুরোহিত ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি পাওয়া গিয়েছে। শুক্রবার রাতে বরিশালের পাষাণময়ী কালীমাতা মন্দিরের প্রণামী থালায় ওই চিঠিটা পাওয়া যায়। তাতে লেখা আছে, ''হত্যার কিলিং টার্গেট মিশন, এবার বরিশালে অবস্থান করছে। বরিশালের সমস্ত মন্দিরের পুরোহিত এবং হিন্দু সংগঠনের নেতাদের মৃত্যু অনিবার্য। পুলিশ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কেউ এই হামলা ও হত্যা ঠেকাতে পারবে না। হিন্দুরা বাঁচতে চাইলে ভারতে চলে যাও।''

জঙ্গিদের এই হুমকির পর নোয়াখালির সাধারণ হিন্দু আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কারণ নোয়াখালির অতীতের ঘটনা স্মৃতি তাদের মন থেকে মুছে যায়নি।

কাশ্মীরে দেশরক্ষায় নিয়োজিত সৈন্যদের জন্য কলকাতায় পদযাত্রা

গত ২৪শে জুলাই কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তারক্ষী ও ভারতীয় সৈন্যদের সমর্থনে মিছিল করলো কলকাতার জাতীয়তাবাদী যুবকেরা। প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার যুবক-যুবতী এই পথযাত্রায় অংশগ্রহণ করে তারা প্রমাণ করলো কলকাতা হলো জাতীয়তাবাদের পীঠস্থান, বিচ্ছিন্নতাবাদের কোন স্থান এখানে নেই। কলকাতা আজও স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ ও সুভাষচন্দ্রের কলকাতা, মার্কস-লেনিনের স্থান এখানে নেই। হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ পদযাত্রার আয়োজকদের আগে থেকেই তাঁর সমর্থন জানিয়েছিলেন। বহু সংহতি কর্মী দেশরক্ষাকারী নায়কদের জন্য পদযাত্রায় সামিল হন।

বুরহান নামক জঙ্গির নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মারা যাওয়ার পর উত্তাল হয়ে ওঠে কাশ্মীর। ভারতবিরোধী স্লোগান, নিরাপত্তারক্ষী ও সৈন্যদের লক্ষ্য করে ইঁট ছোঁড়া, গ্রেনেড ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালায় কাশ্মীরী মুসলিমরা। বাধ্য হয়ে গুলি চালালে ৩২ জনের মৃত্যু হয়। আর তাতেই মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বলে চেঁচাতে শুরু করে তথাকথিত বামপন্থীরা। কলকাতায় তারা দেশবিরোধী স্লোগান দিয়ে এক মিছিলও বের করে। এরই প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে কয়েক হাজার যুবক-যুবতী দেখিয়ে দিল তারা জাতীয়তাবাদের পক্ষে। কলকাতাবাসী ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাশ্মীরে ভূমিকাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করে।

এই পদযাত্রায় অনেক প্রাক্তন সেনাকর্মীও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কর্ণেল আশীষ দাস, মেজর সঞ্জয়, এয়ারফোর্সের প্রাক্তন এস. জি. টি. অনিমেষ মুখোপাধ্যায় এবং কর্ণেল দীপ্তাংশু, অবসরপ্রাপ্ত আই.পি.এস. অফিসার বি.পি.সাহা এঁদের মধ্যে অন্যতম। এন.সি.সি. ক্যাডেটরাও ইউনিফর্মে এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

২৪ শে জুলাই বেলা ১.৩০টায় সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের কাছে মহারাণা প্রতাপের মূর্তির পাদদেশ থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয় ও শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজী মূর্তির পাদদেশে সমাপ্ত হয়।

ফুটবল নাকি ইসলাম বিরোধী

চার ফুটবলারের শিরোচ্ছেদ করল আইএস

সিরিয়ায় আইএস জঙ্গিদের হানায় বলি হলেন চার ফুটবলার। সূত্রের খবর, ওই চার ফুটবলারের প্রত্যেকেই সিরিয়ার বিখ্যাত ক্লাব আল-সাবাবের হয়ে খেলতেন। শুক্রবার রাক্কায় জনসমক্ষে ওই ফুটবলারদের শিরোচ্ছেদ করা হয়।

আইএস জঙ্গিদের দাবী, ওই চার ফুটবলার কুর্দিশদের গুপ্তচর, এছাড়া আইএসের নেতাদের মতে ফুটবল ইসলাম বিরোধী। এইজন্যই আইএসের হাতে বলি হলেন ওই চার ফুটবলার। শিরোচ্ছেদ করার পর সেই হত্যার ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রকাশ করে দেয় তারা। খুন হওয়া এই চার ফুটবলারের নাম ওসামা আবু কুয়েত, ইশান আল সুয়েখ, নেহাদ আল হুসেন, আহমেদ আহওয়াখ।

প্রসঙ্গত দুই বছর আগে রাক্কা দখল করে নেয় আইএস জঙ্গিরা। তখন থেকেই এখানে ফুটবলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেয় এই জঙ্গি সংগঠন। গতবছরেই ১৩ জন তরুণকে আইএস জঙ্গিরা গুলি করে হত্যা করে টিভিতে ফুটবল ম্যাচ দেখার জন্য।

ধর্ম সংকট ঃ তাই আলিগড় ছেড়ে পলায়নের সিদ্ধান্ত হিন্দু পরিবারগুলোর

কাইরানার পর এবার সংবাদ শিরোনামে উঠে এল উত্তরপ্রদেশের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আলিগড়ের নাম। কারণ সেই একই--- স্থানীয় হিন্দু পরিবারগুলোর পলায়ন। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলিগড়ে এই অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা প্রকাশ্যে আসার পর নতুন করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গোটা ঘটনার উপর তীক্ষ্ণ নজরদারি রাখছে পুলিশ।

সূত্রের খবর গত ১০ই জুলাই, বুধবার স্থানীয় হিন্দু পরিবারের ১৯ বর্ষীয় এক গৃহবধূর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে কিছু মুসলিম যুবক। আর এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। নিগ্রহের শিকার ঐ তরুণী মিডিয়াকে জানান, ঘটনার দিন তাঁর স্বামীর সঙ্গে মোটরসাইকেল করে বাবরি মান্ডি এলাকায় ঘুরতে গিয়েছিলেন। কিন্তু মাঝপথে কিছু মুসলিম যুবক আমার শাড়ি ধরে টেনেহিঁচড়ে পাশের এক সংকীর্ণ গলিতে নিয়ে যায়। আমি সাহায্যের জন্য চিৎকার করি, কিন্তু কেউই আমার সহায়তার জন্য বেরিয়ে আসেনি। আমার স্বামী বাধা দিতে গেলে তাঁকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে দুষ্কৃতিরা। ওই মহিলার শ্লীলতাহানির খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তবে সঠিক সময়ে পুলিশ এসে পড়ায় পরিস্থিতি বেসামাল হয়ে পড়েনি। কিন্তু মুসলিম অধ্যুষিত আলিগড়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে স্থানীয় হিন্দু পরিবারগুলো। বাধ্য হয়ে আলিগড় থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে অন্যত্র চলে যেতে উদ্যত হয়েছে স্থানীয় ২৭টি হিন্দু পরিবার। ইতিমধ্যে জেলাশাসকের কাছে তাঁরা সম্পত্তি বিক্রির আর্জি জানিয়েছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক আদেশ তিওয়ারি জানান, একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের (পড়তে হবে হিন্দু সম্প্রদায়ের) বেশ কয়েকজন আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের আর্জি ছিল, সরকার তাদের সম্পত্তি কিনে নিক। নিরাপত্তার কারণে ওরা আর আলিগড়ে থাকতে চায় না।

এদিকে, শ্লীলতাহানির ঘটনায় চারজনকে অভিযুক্ত করে এফআইআর দায়ের করা হয়, যদিও এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। ফলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে প্রশাসনের তরফ থেকে তাদের আশ্বাস দিলেও ভয় কাটছে না স্থানীয় হিন্দুদের। যে কোন সময়ে চোরাগোপ্তা আক্রমণ হতে পারে বলে তাদের আশঙ্কা। তাই জন্মভূমি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে আতঙ্কিত হিন্দু পরিবারগুলো।

জেলেরহাটে রক্ষাকালী পূজা উদ্বোধনে সংহতি সভাপতি

গত ২১শে জুলাই সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুর থানার অন্তর্গত জেলেরহাট গ্রামে হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ রক্ষাকালী পূজার উদ্বোধন করেন। আশেপাশের অঞ্চল সংখ্যালঘু অধ্যুষিত হওয়ায় জেলেরহাটের প্রায় প্রত্যেক যুবকই হিন্দু সংহতির সঙ্গে যুক্ত। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মুসলমানদের সংখ্যাই এখানে বেশি। সংহতি সভাপতি জেলেরহাটের সকল হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বলেন, সংখ্যালঘুদের কোনরকম বদমায়েসি তারা যেন বরদাস্ত না করে। তারা যেখানেই কোন অন্যায় করে সেখানেই রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে হবে। হিন্দু সংহতি সব সময়ে এই ব্যাপারে তাদের পাশে আছে ও থাকবে বলে তিনি যুবকদের প্রতিশ্রুতি দেন।

ইতিহাসের বামপন্থী বিকৃতি সংশোধনে, ১৯৪৬-৪৭'এ
কলকাতার রক্ষাকর্তা হিন্দু বীরের অবদানকে স্বীকৃতি দানে
হিন্দু সংহতি-র আহ্বানে ১৬ই আগস্ট, মঙ্গলবার
গোপাল মুখার্জী স্মরণ দিবসে
পদযাত্রা
জমায়েত ঃ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার বেলা ১টায়।। সমাপ্তি শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় ।।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686